বৈশ্যাচার পদ্ধতি

শ্রীবলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,

সঙ্কলিত।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজের

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল

কর্ত্তৃক

(গোকুলভবন) ৮নং হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় লেন

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বিদেশস্থ ব্রাহ্মণগণ :—উপরোক্ত ঠিকানায় শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলে বিনামূল্যে পাইবেন।

ভূমিকা।

কিঞ্চিদূদ্ধ অর্দ্ধশতাব্দী আন্দোলনের ফলে বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্‌গণের বৈশ্যত্ব সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ বিষয়ে সুবর্ণবণিক্‌ সমাজের কাহারও সন্দেহ নাই। এক্ষণে সমবেত সংস্কারের প্রয়োজন। পরলোকগত কুঞ্জলাল ভূতি মহাশয় তদীয় "সুবর্ণবণিক্‌" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বৈশ্য-সুবর্ণবণিক্‌গণের সমবেত সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—

১। বৈশ্যবর্ণোচিত অশৌচ কাল স্বীকরণ

২। উপনয়ন সংস্কার।

এই চরম সাধন উপনয়ন-সংস্কারের জন্য সুবর্ণবণিক সমাজকে ঐক্যমত্য সহকারে প্রস্তুত হইতে হইবে। শাস্ত্রমতে দশবিধ-সংস্কারে সংস্কৃত হইতে হইবে। তজ্জন্য বৈশ্যোচিত বিবিধ সংস্কারাদির জন্য একখানি পদ্ধতি পুস্তক নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণীত হইল। ইহা দ্বারা বৈশ্য-সুবর্ণবণিক্‌ সমাজের কিছু উপকার দর্শিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইত্যলম্‌।

ব্যবস্থা পত্র।

বহুশতবর্ষ-পর্য্যন্ত অনুপনীত ব্রাত্যতাগ্রস্ত সুবর্ণবণিক্‌গণের বৈশ্যবর্ণোচিত সংস্কার গ্রহণের নিমিত্ত স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের একখানি ব্যবস্থা পত্রের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয়গণের নিকট হইতে কয়েকখানি ব্যবস্থা পত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পরলোকগত শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয় কর্ত্তৃক প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সংগৃহীত

কতিপয় শাস্ত্রদর্শী অধ্যাপকের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা পত্রের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে প্রকটিত হইল। সমগ্র ব্যবস্থা পত্র খানি ৺কুঞ্জলাল ভূতির "সুবর্ণবণিক্" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ব্যবস্থা পত্রের বিষয় তৎসম্পাদিত "এডুকেশন গেজেট" পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

১। প্রশ্নঃ।

কিয়দ্বর্ষশত পর্য্যন্ত মনুপনীতানাং সুবর্ণবণিজাং শাস্ত্রসম্মত্যা উপনয়নং বৈধং ভবতি কিং ন বা? কথঞ্চিদুপনয়নস্য বৈধত্বে প্রথমতঃ প্রায়শ্চিত্তং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যং ন বা। অস্যোত্তরং। সামান্যাচারং দৃষ্ট্বা এতদ্দীর্ঘকালা-বধ্যনুপনীতানাং (সুবর্ণ) বণিজাং পুনরুপনয়ন-বিধানং দুষ্কর মিতি সকলানা মাপততো বোধো জায়তে। তথা প্রায়শ্চিত্তসম্বন্ধে হ্যত্যতিশয় সংশয়ো জায়তে। এতদ্রূপস্থলে ভগবান্মনু র্বদৎ, যদ্যপি দুস্তরং পাতকং স্যাদথবা দুষ্করং কিমপি কার্য্যং স্যাৎ, তথাপি তৎসিদ্ধৌ উপায়ঃ কেবলং তপ এব। তপসাহ্ সাধ্যং এতাদৃশং কিমপি কার্য্যং ন বরীবৃত্যতে। তথা চ মনুসংহিতায়া মেকাদশাধ্যায়ে শ্লোকঃ—

যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
তৎ সর্ব্বং তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥ ইতি

অপিচ। ইতোতত্তপসো দেবা মহাভাগ্যং প্রচক্ষতে।
সর্ব্বস্যাস্য প্রপশ্যন্ত স্তপসঃ পুণ্যমুত্তমম্॥

চাতুর্ব্বর্ণ্য তপস্যায়াং বিভাগেন মনুরবোচৎ, যথা—ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং, ক্ষত্রিয়স্য প্রজারক্ষণং, বৈশ্যস্য বাণিজ্যং, শূদ্রস্য দ্বিজসেবন মিতি।

ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥

যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানুচ্যেত যথাবিধি।
তাং শ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যু পনায়য়েৎ ॥

অতএব বণিগ্‌জনঃ সুবর্ণক্রয়বিক্রয়বৃত্তিত্যাগ মকৃত্বা বংশাবলি পর্য্যন্ত সাধ্যবৃত্তি মধ্যে—পুরুষানুক্রমেণ তৎপরিশ্রমে নিযুক্তো বর্ত্ততে। এবং যজ্ঞোপবীত-ধারণ-ব্যতিরিক্তা সর্ব্বধর্ম্মদান-ধ্যান পরম্পরা সাম্প্রত মপি চাচল্যতেতরাং। বণিগ্‌ জনস্তু—তপোবলবহ্নিধায় ব্রতাদিঃ সর্ব্বদোষতো বিনির্ম্মুক্ত এব। কিঞ্চ, তদ্বৈতুত্বাৎ বণিজঃ প্রতি মুনিনোক্তং যথা—

যজ্ঞাঽধ্যয়ন দানানি কুর্য্যান্নিত্য মতন্দ্রিতঃ।
পিতৃকার্য্য পরশ্চৈব নরসিংহার্চ্চণা পরঃ ॥ ইতি

এতদ্বচন প্রামাণ্যেন বৈশ্যবর্ণো জন্মাবধি শ্রীনৃসিংহদেবস্য অর্থাৎ বিষ্ণো রবতারান্তরস্য মন্ত্রোপাসকঃ সর্ব্বজনগোচরোঽস্তি। তদনুযায়ী প্রকাশ রূপেণ জনৈ দৃষ্ট এব, যৎ সুবর্ণবণিগ্‌ বর্গ মধ্যে সর্ব্বঃ পুরুষানুক্রমেণ পরম ভাগবতো মহাত্মগোস্বামীদত্ত-বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকশ্চ হরিভক্তিপরায়ণ-বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়শ্চ। সুতরাং বিষ্ণুমন্ত্রজপো হরিসংকীর্ত্তন শ্চৈতেষাং দিবানিশ মনিশম্ভবতি। হরিনামাঽপি মহৎ প্রায়শ্চিত্তং প্রায়শ্চিত্তবর্গানাং যথা—

হরির্হরতি পাপানি দুষ্ট চিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াঽপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকম্ ॥

ইতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেক প্রভৃতি ধৃত বচনং প্রমাণং। তথা—

নাম্নোঽস্য যাদৃশী শক্তিঃ পাপ নির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥

ইতি বচনঞ্চ। তন্মধ্যে নিত্য মনেক কার্য্যমস্তি, যথা—মহাভারতে অজামিলোপাখ্যানে তথা শ্রীমদ্ভাগবতেঽপি সুস্পষ্টং প্রমাণম্। মদ্যোক্তবাবঃ

ভগবন্নামোচ্চারণেন তচ্ছ্রবণেন কিংবা ভগবদ্ভক্ত-চরণ-গ্রহণেন মহা-গর্হিতাঽসংখ্যাতিশয়পাতকাদি নাশ প্রকারেণাঽধম জনৈ রনায়াসেন মোক্ষলাভঃ ক্রিয়তেঽস্ম। কেবল মনুপনীতত্বেন ব্রাত্যরূপো যো দোষঃ, অথাঽন্যৎ কিঞ্চন প্রকারং পাতকং উপযুক্ত বিষ্ণূপাসকগণস্য স্পর্শকরণে নহি সাবকাশো ভবেদিতি। অতএব তৎসর্ব্ব বংশাবল্যাঃ ক্রমেণাবিচ্ছেদেন পরম-মঙ্গল-স্বরূপ ভগবচ্ছ্রীবিষ্ণো র্নাম্নোঽহরহঃ শ্রবণকীর্ত্তণ-মতি পবিত্রং সর্ব্বপাপনাশ কারণং প্রবলমস্তি, নাঽত্র সংশয়ঃ। শ্রীমদ্ভাগবত বচনং—

কিরাত হূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কসা
আভীর কঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যেচপাপা যদ্ পাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভ বিষ্ণবে নমঃ ॥

অস্যার্থঃ, কিরাত প্রভৃতয়ো যবনাদি পাপজাতীয়া ভগবদ্ভক্তাশ্রিত ভবনেন শুদ্ধা ভবন্তি, ইতি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে ভগবতে নমোঽস্তু।

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতি র্বত মায়য়া ঽলম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতি র্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মনি যোজ্যমানঃ ॥

ইতি শ্রীধরস্বামী টীকায়া মুক্তং। কথং তর্হি দ্বাদশাব্দাদি শ্রবণং ইত্যাহ প্রায়েণেতি মহাজনো মন্বাদিঃ। অয়ং ভাবঃ, যথা—মৃতসঞ্জীব নৌষধ মজানন্তো বৈদ্যাঃ রোগনিহরণায় কটুকনিম্বাদীনি স্রবন্তি, তথা স্বয়ম্ভূ-শম্ভু-প্রমুখ দ্বাদশব্যতিরেকেনায়ং মহাজনোঽতি গুহ্যমিদং মজ্ঞাত্বা দ্বাদশাব্দিকমিদং স্রবতীতি। কিঞ্চ মায়য়া অলং অতিশয়েন মধুমধুরং যথা ভবিতব্যং পুষ্পিতায়াং পুষ্পস্থানীয়ৈ রর্থবাদৈ র্মনোহরায়াং, ত্রয্যাং জড়ীকৃতা নিবিষ্টা মতির্যস্য, অতএব মহত্যপি কর্ম্মণি শ্রদ্ধয়া প্রদৃশ্যমানো

নাল্পে প্রবর্ত্ততে। দৃশ্যতে হি প্রাকৃতস্য লোকস্য ২হতি মহ্লাদে। শঙ্কা, অল্পে চাহশ্রদ্ধা। তস্মাদস্য গ্রাহকো নাস্তীতি নৈতৎ নোক্তং। যথা, স্বাধীনঃ সিংহো নাস্তীতি এতাবতা শৃগালাদি নিবারণায় তং যথা ন নিযুঙ্ক্তে, তথা তুচ্ছত্বাৎ পাপস্য তন্নিবারণায় পরমমঙ্গল হরে র্নাম স্মরতীতি। যথা নাম মাহাত্ম্য জ্ঞানে সর্ব্বমুক্তি প্রসঙ্গাদিত্যেব মাদিকং গ্রন্থবিস্তার ভয়ান্নাতি প্রপঞ্চয়তি। এতৎ সমস্ত কারণতো বিষ্ণূপাসকো যো বণিক্‌বর্গ স্তস্যোপরি ব্রাত্য প্রভৃতি কিমপি পাতকং নাহধিকরোতীতি তস্য নিত্যকর্ম্ম বিষ্ণুস্মরণার্চ্চনাদি যজ্ঞোপবীতধারণং কর্ত্তব্যমিতি সমস্ত বিদ্বজ্জন সম্মতি রস্তীতি।

শ্রীরামঃ শরণং	ওঁ
শ্রীমধুসূদন দেবশর্ম্মণাম্ (স্মৃতিরত্ন)	শ্রীতারিণীপ্রসাদ শর্ম্মণাম্
শ্রীচন্দ্রমোহন শর্ম্মণাম্ (ন্যায়ালঙ্কার)	(তর্কবাচস্পতি)
বিক্রমপুর নিবাসিনাম্	বিক্রমপুর নিবাসিনাম
শ্রীবিশ্বেশ্বরো জয়তি	শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্
শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণাম্ (বিদ্যারত্ন)	শ্রীসর্ব্বানন্দ শর্ম্মণাম্ (ন্যায়বাগীশ)

২। সুবর্ণবণিজাং সমবেত সংস্কার প্রসঙ্গেন পূর্ব্বোক্তং স্মার্ত্ত পণ্ডিতানাং ব্যবস্থা পত্রং সর্ব্বত্র ব্যবস্থাতুম্ নার্হতি। কেবলং যজ্ঞোপবীতধারণং বিষ্ণুমন্ত্রজপাদিকং বহুশতবর্ষানুপনীতানাম্ সুবর্ণবণিজাং সংস্কারার্হত্বে ন পর্য্যাপ্তং ভবতীতি। শাস্ত্রসম্মত্যা যোগ্যপ্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিতি। বৈশ্যবর্ণানাং চতুর্ব্বিংশতি-বর্ষ-পর্য্যন্ত-মুখ্যকল্পোপনয়নকালঃ মন্বাদিশাস্ত্রে বিহিতং। অতঃ ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ব্রাত্যাঃ ভবন্তি। ব্রাত্যানাং ব্রাত্যস্তোমৌদ্দালিকপ্রাজাপত্যচান্দ্রায়ণাদিকমনং প্রায়শ্চিত্তং বিহিতং। যথা নির্ণয়সিন্ধৌ—

লুপ্তেকর্ম্মণি সর্ব্বত্র প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
প্রায়শ্চিত্তে কৃতে পশ্চাল্লুপ্তং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥

ইতি প্রায়শ্চিত্তস্য প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বত্র। ব্রাত্যস্তোমোদ্দালিক প্রাজাপত্য চান্দ্রায়ণাদয়স্তু গুরুপ্রায়শ্চিত্তং, কামকৃতব্রাত্যতাদোষ ক্ষালনায় জ্ঞাতব্যং। সুবর্ণবণিজাস্তু অনুপনয়নং বল্লালকৃত অকামজং পাপং সুবিদিত মস্তি। তৎক্ষালনায় লঘু প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যম্। যথাহ— মনুঃ

অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ।
কামকার কৃতে হপ্যাহু রেকে শ্রুতি নিদর্শনাৎ॥ অপিচ—মনু ১১অঃ ৪৫

অকামতঃ কৃতং পাপং বেদাভ্যাসেন শুদ্ধ্যতি।
কামতস্তু কৃতং মোহাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ॥ মনু ১১ অঃ ৪৬

পুনশ্চ—সাবিত্রীঞ্চ জপেন্নিত্যং পবিত্রাণি চ শক্তিতঃ।
সর্ব্বেষ্বেব ব্রতেষ্বেবং প্রায়শ্চিত্তার্থ মাদৃতঃ॥ মনু ১১ অঃ ২২৬

অতএব ব্রাত্যতারূপোপপাতক নাশায় সর্ব্বেষু ব্রতেষু চান্দ্রায়ণাদিষু অপি সাবিত্রীজপং বিধেয়ং, অঘমর্ষণ মন্ত্রাদি পাঠশ্চ। যথাহ বিষ্ণুঃ—

যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্ব্বপাপাপনোদনঃ।
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥

উপবাসশ্চ প্রায়শ্চিত্তার্থং কল্পিতং যথা—

স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্ত মভোজনম্। ইতি। মনু ১১অঃ ২০৪

ততঃ প্রকৃতকর্ম্ম। বল্লালশাসনসময়ে দেশমধ্যে মহদ্বিপ্লবং সমুৎপাদিতং ইত্যেব প্রামাণ্যং। দেশকালাদি বিপ্লবাৎ সুবর্ণবণিজাং সাবিত্রী পাতিত্যং বিঘটিতং—তস্তেষাং চান্দ্রায়ণং ধেনুদানঞ্চ প্রায়শ্চিত্তার্থং কল্পিতং—

যথা মৎস্যসূক্তে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে—

সাবিত্রী পতিতা যেষাং দেশকালাদি বিপ্লবাৎ।
চান্দ্রায়ণং চরেৎ যস্তু ব্রতান্তে ধেনু মুৎসৃজেৎ॥ ইতি।

চান্দ্রায়ণাশক্তৌ ধেনুত্রয়ং, তন্মূল্যং নব কার্ষাপণাঃ বা দেয়াঃ। তিল ধান্য কাঞ্চণাণ্যপি ব্রাহ্মণেভ্যঃ দাতব্যানীতি। সর্ব্বত্র শ্রীহরের্ণামাম্‌ কীর্ত্তনং মহৎ প্রায়শ্চিত্তং বাহুল্যেন প্রকাশিতং। পূর্ব্বোক্তপ্রকারং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বোপনয়নং সুবর্ণবণিজাং কর্ত্তব্যমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ—

শ্রীহরিঃ	কাব্যসাংখ্যতীর্থবিদ্যাভূষণোপাধিক
শরণং	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা।
শ্রীবলাইচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্‌।	বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীঅমৃতলাল
	ব্যাকরণশাস্ত্রিণাম্‌।

প্রায়শ্চিত্ত সংক্ষেপ।

পণ্ডিত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন প্রভৃতি স্মৃতিবিদ্‌গণের প্রথমোক্ত ব্যবস্থাপত্রের মর্ম্ম এইরূপ—স্ববৃত্তি অবলম্বন ও বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিলেই সুবর্ণবণিকগণ উপনয়নাদি সংস্কারের যোগ্য হইবেন। যাঁহারা নিজ বৃত্তিতে অবস্থিত আছেন ও বিষ্ণুমন্ত্র জপ করেন তাঁহাদের পৃথক্‌ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত হইলেও অধুনা সুবর্ণবণিক জাতির সংস্কারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। কোনরূপ শাস্ত্রসঙ্গত যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত সুবর্ণবণিকগণ উপনয়ন সংস্কারাদি বৈশ্যাচার গ্রহণে সাহসী হইতে পারিবেন না। তজ্জন্য দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা সঙ্কলিত হইল। প্রমাণাদিও প্রদত্ত হইল। সমবেত সংস্কারের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থার সারসংক্ষেপ এইরূপ—

১। উপবীত সংস্কারের পূর্ব্বদিনে নিয়মপূর্ব্বক সংযত হইবে।

২। উপবাস।

৩। অঘমর্ষণ মন্ত্রজপ।

৪। তিল ধান্য কাঞ্চন দান।

৫। চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান, ইহাতে অসমর্থ হইলে ধেনুত্রয়ঃ বা তন্মূল্য নবকার্ষাপণ দান। অর্থাৎ আঢ্যপক্ষে ১।০ অসমর্থ পক্ষে ৮০ দান।

স্বর্ণবণিকগণের ব্রাত্যতা দোষ অকামকৃত ও দেশকালাদি বিপ্লবে সংঘটিত, সেইহেতু ঐরূপ লঘু প্রায়শ্চিত্ত সমবেত সংস্কারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত এবং নিশ্চয় সকলের পক্ষে কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণগণের অনুকূল মত।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বর্ণবণিক জাতির বৈশ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। নিম্নে কয়েক জনের নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইল—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ, সি, আই, ই,
" ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
" ৺যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ, ডি, এল
" ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি

তারাকুমার কবিরত্ন, বরদাকান্ত স্মৃতিভূষণ, ঈশ্বরচন্দ্র তর্করত্ন, নীলকান্ত ন্যায়ভূষণ, মথুরানাথ তর্করত্ন, দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ।

সন ১৩০২ সালে "স্বর্ণবণিক বৈশ্য সমাজের" কার্য্যকরী সমিতির কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত যাজক ব্রাহ্মণগণের স্বাক্ষরিত দুইখানি প্রতিশ্রুতি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১। স্বর্ণবণিকদিগের মধ্যে কেহ আমাদিগের সাহায্যে বৈশ্যাচার পদ্ধতি অনুসারে দশবিধ সংস্কার এবং শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়া করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাদিগকে আহ্বান করিলে আমরা উপস্থিত থাকিয়া যথাবিধি সাহায্যদানে উহা সম্পন্ন করাইব। ইতি ১৪ই ফাল্গুন সন ১৩০২ সাল।

স্বাক্ষর।

শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীকৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীহরিদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীগৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং হুগলী।

২। সুবর্ণবণিকেরা শাস্ত্রবিহিত বৈশ্যাচার পুনর্গ্রহণ করিলে আমরা তাঁহাদের যাজনক্রিয়া করিব। ইত্যাদি, ২৬শে ফাল্গুন সন ১৩০২ সাল।

স্বাক্ষর।

শ্রীঅটলবিহারী চট্টোপাধ্যায়	শ্রীনবীনচন্দ্র হালদার
" গোবর্দ্ধন পাঠক	" অচ্যুতানন্দ পাঠক।

(ইঁহারা চুঁচুড়া নিবাসী ব্রাহ্মণদিগের দলপতি ছিলেন)

যে সকল ব্রাহ্মণ সুবর্ণবণিকগণের বৈশ্যাচার গ্রহণ প্রস্তাব সমর্থন করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম প্রস্তাব সহ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক সম্মিলনের বিভিন্ন অধিবেশনে যে সকল ব্রাহ্মণ সুবর্ণবণিকগণের বৈশ্যাচার ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচান্ত প্রস্তাব উত্থাপন বা সমর্থন করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সাল	স্থান	নাম	ঠিকানা
১৩২৮	বাঁকুড়া	শ্রীবলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	চুঁচুড়া
১৩২৯	রাজসাহী	" বনমালী গঙ্গোপাধ্যায়	চাঁদপুর
১৩৩২	খুলনা	" ললিতমোহন গোস্বামী	খুলনা
১৩৩৪	কলিকাতা	" জীবনভূষণ কাব্যালঙ্কার	কলিকাতা

বেদ নির্ণয়।

উপনয়ন কালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বেদাধিপতির বিচার করা আবশ্যক। চন্দ্রই যজুর্ব্বেদের অধিপতি। দীপিকা নামক জ্যোতিষগ্রন্থে উক্ত আছে—

ঋগ্বেদাধিপতি র্জীবো যজুর্ব্বেদাধিপঃ সিতঃ।
সাম বেদাদিপো ভৌমঃ শশিজোঽথর্ব্ব বেদরাট্।

এবং বৈশ্যবর্ণের বেদাধিপতি চন্দ্র, যথা—

ব্রাহ্মণে শুক্রবাগীশৌ ক্ষত্রিয়ে ভৌমভাস্করৌ।
চন্দ্রো বৈশ্যে বুধঃ শূদ্রে পতির্মন্দোঽন্ত্যজে জনে॥

ইহা দ্বারা বুঝা যায়, বৈশ্য সুবর্ণবণিকগণের উপনয়নাদি সংস্কার যজুর্ব্বেদ মতেই হইবে।

আভ্যুদয়িক বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ।

যে শ্রাদ্ধের দ্বারা নান্দীমুখ পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন—তাহাই নান্দীমুখ বা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

নান্দীমুখঃ পিতৃগণ স্তেন শ্রাদ্ধেন পার্থিব।
প্রীয়তে তত্তু কর্ত্তব্যং পুরুষ সর্ব্ববৃদ্ধিষু॥

বৈদিক ক্রিয়াদির পূর্ব্বে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতেই হইবে। যথা কাত্যায়ন সংহিতায়—

অনিষ্ট্বা তু পিতৃন্ শ্রাদ্ধে ন কুর্য্যাৎ কর্ম্ম বৈদিকং।

পুনশ্চ—

কন্যাপুত্র বিবাহেষু প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
নাম কর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা।

সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদি মুখদর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী॥

অতএব বৈশ্য সুবর্ণবণিকগণ যজুর্ব্বেদী মতে দশবিধ সংস্কারে প্রকৃত অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্ব্বেই এই নান্দীমুখ বা কর্ম্মের অভ্যুদয়ার্থ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বা শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করিবেন। ইহাই বিধি।

দশবিধ সংস্কার।

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।"

সুবর্ণবণিকগণ বৈশ্যবর্ণ—অতএব দ্বিজ। ইহাদের স্মৃত্যনুমোদিত দশবিধ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। যথা—১। গর্ভাধান; ২। পুংসবন; ৩। সীমন্তোন্নয়ন; ৪। জাতকর্ম্ম; ৫। নামকরণ (কোন কোন স্মৃতির মতে) নিষ্ক্রামণ; ৬। অন্নপ্রাশন; ৭। চূড়াকরণ; ৮। উপনয়ন; ৯। সমাবর্ত্তন; ১০। বিবাহ। কর্ণবেধও চূড়াকরণের সহিত করিতে হইবে।

অনুষ্ঠান।

সুবর্ণবণিকগণের বর্ত্তমান ব্রাত্য অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত সকল সংস্কার বিভিন্ন নামে প্রচলিত আছে। এক্ষণে বৈশ্যাচার অবলম্বনের জন্য এই অনুষ্ঠানগুলি নিজ নিজ মন্ত্রাদি সহ করিতে হইবে। যথা—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র শ্চেতি বর্ণশ্চত্বারঃ। তেষামাদ্যাঃ দ্বিজাতয় স্ত্রয়ঃ। তেষাং নিষেকাদ্যঃ শ্মশানান্তো মন্ত্রবৎ ক্রিয়াসমূহঃ। বিষ্ণুসংহিতা। ২য় অঃ। ৩।

পুনশ্চ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিট্‌শূদ্রা বর্ণা স্ত্বাদ্যাস্ত্রয়ো দ্বিজাঃ।
নিষেকাদি শ্মশানান্ত স্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়া॥ যাজ্ঞবল্ক্য ১ অঃ। ১০।

সুবর্ণবণিক্ বৈশ্যগণ উপরি-উক্ত সংস্কারগুলি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি পূর্ব্বক যজুর্ব্বেদীয় মতে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সমাপন করিবেন। বৈশ্যের দশবিধ

সংস্কারের প্রত্যেকটীর মুখ্যকল্প ও গৌণকল্প কাল পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

এক্ষণে সুবর্ণবণিক্‌গণ সংস্কার গ্রহণের সময় নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন সংস্কার একই যজ্ঞে একই সময় পর পর সম্পন্ন করিবেন। ব্রাহ্মণেরও বর্ত্তমান কালে একত্র এই সকল সংস্কার সাধারণতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে। উপরি-উক্ত অনুষ্ঠানগুলির মন্ত্র ও অনুষ্ঠানের বিধি দশবিধ সংস্কার পদ্ধতিতে এমন কি বাজার প্রচলিত পুরোহিত দর্পণাদি গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসুগণ তাহা দেখিয়া লইতে পারেন। এস্থলে সেগুলি বিস্তারভাবে দিবার প্রয়োজন নাই।

চূড়াকরণ সংস্কার।

চূড়াকরণ—উপনয়নের অব্যবহিতপূর্ব্ব বৈদিক সংস্কার। এই সংস্কারের জন্য ক্ষুর দিয়া মাথা একেবারে সম্পূর্ণ কামাইয়া ফেলিবার রীতি সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক ব্রাহ্মণের চূড়াকরণে মাথা মুড়াইতে হইবে এইরূপ শাস্ত্র বিধি আছে। কিন্তু অপর দুই দ্বিজের অর্থাৎ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে বাধ্যতামূলক নহে।

যথা—ব্রহ্মচারিণা মুণ্ডেন জটিলেন বা ভাব্যং। বিষ্ণুসংহিতা ২৮ অঃ। ৪১
পুনশ্চ—মুণ্ড জটিল শিখা জটাশ্চ॥ গৌতম সংহিতা ১ম অধ্যায়।

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় উপরি উক্ত বাক্যের বাঙ্গালা অনুবাদ দিতেছেন—"ব্রাহ্মণ সর্ব্বমুণ্ডন করিবে, ক্ষত্রিয় মস্তকে জটা রাখিবে, বৈশ্য শিখা রাখিবে।" শিখা ধারণ করিবার ব্যবস্থা পরবর্ত্তী স্মৃতিতেও দেখা যায়। এইহেতু বৈশ্যউপনয়ন ব্যাপারে শিখা ধারণই অবশ্য কর্ত্তব্য বিধি। মুণ্ডিত মস্তক যে হইতেই হইবে বৈশ্যদের পক্ষে এরূপ বিধি নাই। চূড়াকরণ বিধিতে কেবল মাত্র তিন বার কেশচ্ছেদনের

বিহিত মন্ত্র ও মাথার উপর ক্ষুরখানি ভ্রমণ করাইবার বিধি আছে। এমন কি চূড়াকরণ সংস্কারে ব্রাহ্মণ তনয়ের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন মন্ত্রাদি সহ সম্পন্ন হয় না বা তদ্রূপ কোন মন্ত্রও নাই। দর্ভপিঞ্জলি সহ তিনবার কেশ ছেদনেরই মন্ত্র প্রয়োগ আছে। শেষে নাপিত ব্রাহ্মণকুমারকে অমন্ত্রক সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করাইয়া দেয়। বৈশ্যেরও মন্ত্রসহ বিধি নির্দ্দিষ্টভাবে তিনবার সকুশ কেশ ছেদন করিয়া শিখা রাখিলেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। শাস্ত্রে চৌল, চৌড়, চূড়াকরণ, চূড়াকার্য্য, কেশ সংস্কার, কেশ বপন প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কুত্রাপি "মস্তকমুণ্ডন" এইরূপ বাক্য নাই। বপ্‌ অর্থে যখন Shearing and Shaving (V. S. Apte) ছেদন এবং মুণ্ডন দুই বুঝায় তখন কেশ বপন অর্থে কেশছেদন বৈশ্যগণের পক্ষে এই অর্থ করাই সঙ্গত। কারণ পূর্ব্ব উদ্ধৃত বিষ্ণু ও গৌতমের বাক্যের সহিত একবাক্যতা করিলে বৈশ্যের পক্ষে কেশবপন অর্থে "কেশ মুণ্ডন" এরূপ অর্থ হইতেই পারে না। তবে যদি কোন বৈশ্য সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করেন, তাহাতে আপত্তি হইবে না, এই পর্য্যন্ত।

গায়ত্রী।

গায়ত্রী—গায়ন্তং ত্রায়তে গায়ৎ+ত্রা ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌—বেদ মাতা,—দ্বিজগণের উপাস্য মন্ত্র। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—বৈশ্যগণের উপনয়ন—যজুর্ব্বেদমতে হইবে। এক্ষণে দেখা যায়—ঋক্‌, যজুঃ, সাম— তিন বেদেই এই একই গায়ত্রী। যথা—

তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ঋক্‌ ৩।৬২।১০, সাম ২।৬।৩।১০।১
ও যজু বাজসনেয় ৩।৩৫।২২।৯।

উপরোক্ত মন্ত্র সপ্রণব সব্যাহৃতি জপ করিতে হইবে।

পরলোকগত কুঞ্জলাল ভূতি বৈশ্যের জাপ্য গায়ত্রী দিয়াছেন ও বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত "বৈশ্যসন্ধ্যা" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—

কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি
তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।

কিন্তু ইহা তান্ত্রিকী গায়ত্রী, বৈদিকী নহে। বৈদিক উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে এই তান্ত্রিকী গায়ত্রী জাপ্য হইতে পারে না। ভূতি মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন—সুবর্ণবণিক্‌গণের অনুপনীত অবস্থায় অনুকল্প ভাবে এই গায়ত্রী জপ করিলে ক্রমশঃ উপনয়নের যোগ্য হইবেন। এই মাত্র। উপনয়নের সঙ্গে বা পরে বৈদিক মন্ত্রই একমাত্র ত্রিবর্ণেরই জাপ্য। যথা—"সর্ব্বেষাং বা সাবিত্রীতি"। কাত্যায়ন।

গায়ত্রী শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা যাঁহার বর্ণনা করা হয়, তিনিই ইহার দেবতা। এবং গায়ত্রী দ্বারা তাঁহারই উপাসনা হয়। "উপনিষদের মতে গায়ত্রীরূপ ব্রহ্মই ইহার প্রতিপাদ্য। গায়ত্রী দ্বারা সোপাধি ব্রহ্মেরই উপাসনা হয়, সকল বৈদিক উপাসনা হইতে গায়ত্রী উপাসনাই শ্রেষ্ঠ।" যথা মনু—"সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি।"

"যত এবমতিশয় ফলৈষা ব্রহ্মবিদ্যা অতঃ সা প্রকারান্তরেণাপি বক্তব্যেতি গায়ত্রী বা ইত্যারভ্যতে গায়ত্রীদ্বারেণ চোচ্যতে ব্রহ্ম, সর্ব্ববিশেষ রহিতস্য নেতি নেতীতি বিশেষে প্রতিষেধস্য দুর্ব্বোধত্বাৎ সৎস্বনেকেষু ছন্দঃসু গায়ত্র্যা এব ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারতয়া উপাদানং প্রাধান্যাৎ॥" ছান্দোগ্য ৩।১২।১ ভাষ্য।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ উপনয়নান্তে ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ করিবেন। গায়ত্রীই বেদমাতা। গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র।

প্রণব ও ব্যাহৃতি।

প্রণব = "ওঁ" শব্দ।

মহা-ব্যাহৃতি—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ।

গায়ত্রী মন্ত্রের পূর্ব্বে ও শেষে ওঁ উচ্চারণ করিতে হইবে।

গায়ত্রীর অর্থ।

যোগী যাজ্ঞবল্ক বলেন—

দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চো ভর্গ মন্তর্গতং বিভুং।
ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি॥
চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥
বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্।
বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্ম সংসার ভীরুভিঃ॥
আদিত্যান্তর্গতং বর্চো ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ।
জন্মমৃত্যু বিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতায়স্য চ॥
ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে।
মন্ত্রার্থমপি চৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেব মেবহি॥
তেন চ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য।
ধীমহি ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াদিতি॥

যিনি জন্ম ও মৃত্যুর জন্য সংসারভয়ে ভীত মনুষ্যগণের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, সূর্য্যমণ্ডলে সংস্থিত মহামহিমান্বিত তেজোরাশি সমুদ্ভব সেই পরমব্রহ্মের বিষয় আমরা চিন্তা করি।

গায়ত্রীর অন্যরূপ অর্থ।

১। যে সবিতৃদেবতা আমাদের কর্ম্ম (কর্ম্মেন্দ্রিয় অথবা ধর্ম্মাদি বিষয়ক বুদ্ধি) প্রেরণ করেন আমরা সেই সর্ব্বান্তর্যামী জগৎস্রষ্টা, পরমেশ্বর সবিতৃদেবতার, সকলের সেবনীয়, অবিদ্যা এবং তৎকার্য্যের নাশক পরমব্রহ্ম স্বরূপ জ্যোতিঃ চিন্তা করি।

২। আমরা সবিতৃ দেবতার অবিদ্যা ও তৎকার্য্যনাশক সেই জ্যোতির চিন্তা করি, যে জ্যোতিঃ আমাদের কর্ম্ম বা ধর্ম্মাদি বিষয়ক বুদ্ধি চালিত করে।

৩। যে সবিতা, সূর্য্য দেবতা আমাদিগকে সমস্ত কর্ম্মে প্রেরণা দিয়া থাকেন, আমরা জগৎপ্রসবিতা, দ্যোতমান্ সেই সূর্য্যদেবের সকলের প্রত্যক্ষ উপাস্য পাপনাশক জ্যোতির্ম্মণ্ডল ধ্যান করি।

৪। অথবা ভর্গ শব্দের অর্থ অন্ন। যে সবিতা আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের প্রসাদে প্রশংসনীয় অন্নাদিরূপ ফল ধারণ করি।

(ঋক ৩।৬২।১০ ভাষ্য। সাম উত্তর ৬।১০।১ ভাষ্য)

৫। দ্যোতমান, প্রেরক, অন্তর্যামী বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব হিরণ্যগর্ভ বা আদিত্যরূপ উপাধিধারী ব্রহ্মের প্রার্থনীয়, পাপ এবং সংসারবন্ধন নাশক তেজ আমরা চিন্তা করি। যে সবিতা আমাদের বুদ্ধি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেরণ করেন।

(বাজসনেয় সংহিতা ৩।৩৫ মহীধর)

গায়ত্রী জপের ফল।

স্মৃতি ও পুরাণাদিতে গায়ত্রীই শ্রেষ্ঠ উপাসনারূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভই এই জপের উদ্দেশ্য। ইহা দ্বারা জগতের শ্রেয় ও প্রেয়

অর্থাৎ সাংসারিক সর্ব্ববিধ সুখ ও পারলৌকিক মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণাদির কোন আবশ্যক নাই।

কাশীখণ্ডে গায়ত্রীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে মীমাংসা প্রধান, মীমাংসা হইতে তর্কশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র হইতে পুরাণ, তাহা হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বেদ প্রধান। বেদের মধ্যে আবার উপনিষদ্ প্রধান, গায়ত্রী উপনিষদ্ হইতেও "শ্রেষ্ঠতমা"; গায়ত্রীর অপেক্ষা অধিক আর মন্ত্র নাই, ইনি বেদমাতা ও ব্রাহ্মণ প্রসবকারিণী। যে ব্যক্তি ইহার গান করে, ইনি তাহাকেই ত্রাণ করেন, সেই কারণ ইহার নাম গায়ত্রী হইয়াছে। সবিতৃ দেবতাই এই মন্ত্রের বাচ্য। এই গায়ত্রীর প্রভাবেই রাজর্ষি কৌষিক ব্রহ্মর্ষি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আর একটী জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি পাইয়াছিলেন। গায়ত্রী উপাসনা করিলে সমস্তই হইতে পারে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সকলেই গায়ত্রী স্বরূপ। বেদপাঠ বা অনন্ত শাস্ত্র পাঠ করিলে দ্বিজ হইতে পারে না। কেবল ত্রিসন্ধ্যার গায়ত্রীর উপাসনা করিলে দ্বিজ হইতে পারে।

যাজ্ঞবল্ক সংহিতায় আছে—সমস্ত বেদ অপেক্ষা গায়ত্রী বেশী ভারী হইয়াছিল। যিনি গায়ত্রী জানেন তিনিই দ্বিজ। গায়ত্রী না জানিলে বেদপারগ হইলেও তাহাকে শূদ্র বলিয়া জানিবে।

উপবীত সমস্যা।

"সুবর্ণবণিক সমাচারে" বিগত ১৩৩১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় মল্লিখিত "সুবর্ণবণিকগণের উপনয়ন সংস্কার" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রীয় ও আধুনিক ব্যবহারগত প্রমাণাদির দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে—বৈশ্য জাতির উপনয়ন সংস্কারে ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিকার আছে। অনুসন্ধিৎসুগণ ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ সুবর্ণবণিক

জাতির জন্মগত অধিকার। এই অধিকার পাইবার জন্য, স্বীয় ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃসাধনের জন্য যজ্ঞোপবীত ধারণ নিতান্ত প্রয়োজন। জন্মগত অধিকার ত্যাগ করিলে ধর্ম্মহানি হয়।

বর্ত্তমান উপনয়ন আন্দোলনে সমস্ত সুবর্ণবণিক জাতিকে একমত করিয়া সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির—ঐক্যানুমতি সহকারে একযোগে একদিনে উপনীত হইবার জন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করেন। এরূপ করিলে সব গোল চুকিয়া যায়। কিন্তু একটা জাতির সমবেত সংস্কার যে একদিনে হয় না—বা হইতেও পারে না—ইহা উক্তরূপ প্রস্তাবকারিগণ বিলক্ষণ বুঝেন। ঐরূপ করা একটা ওজর মাত্র। সৎসাহসের অভাবে যাঁহারা ঐ ওজরের আশ্রয়ে থাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চান, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। ইহাকেই বলে "ভাবের ঘরে চুরি।" একটা জাতির সংস্কার অল্পে অল্পে হইবে—এবং ইহার জন্য দু দশ বছর লাগিবে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। আনন্দের বিষয়, আজ প্রায় ৫০।৬০ বৎসর বৈশ্যত্বের আন্দোলনে এই এতদিনে সুবর্ণবণিক জাতি সংস্কার গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন। এরূপক্ষেত্রে হয় ত এক সংসারের মধ্যে পিতা উপবীত গ্রহণ করিলেন, পুত্র করিলেন না—এক ভ্রাতা লইলেন—অন্য ভ্রাতারা লইলেন না। এই প্রকার কিছু কিছু বিপ্লব ঘটিবেই। ইহাতে ধৈর্য্যহীন হইলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে—একদিনে একটা জাতির পূর্ণ সংস্কার হয় না।

এইরূপ বিপ্লবে ওজরকারীগণ স্বতঃই দুইটী প্রশ্ন করিবেন—

১। উপবীতিগণ অনুপবীতীর সহিত আহারাদি করিবেন কি না?

২। উপবীতী ও অনুপবীতী জ্ঞাতি বা স্বজনগণের অশৌচ ব্যবস্থা কি হইবে? সংক্ষেপে ইহার উত্তর দেওয়া হইল—

১। উপবীতিগণ অনুপবীতীর সহিত আহারাদি বা সামাজিক সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ রাখিবেন। কারণ সুবর্ণবণিক্ জাতিতে বৈ —উপবীতি-

গণের জন্মগত ও সংস্কারগত বৈশ্যত্ব জন্মিয়াছে—অনুপবীতীগণের সংস্কারগত না হইলেও জন্মগত বৈশ্যত্ব বজায় আছে। অবশ্য উপবীতিগণ অনুপবীতির সহিত আহারাদি বা সামাজিক সম্বন্ধ করিলে ব্রাত্য সম্পর্ক দোষে পতিত হইবেন। কিন্তু সেই দোষ হইতে উপবীতিগণ একমাত্র গায়ত্রী জপ দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাণ পাইবেন। যথা ব্যাস বলিয়াছেন—

প্রতিগ্রহান্নদোষাচ্চ পাতকাদুপপাতকাৎ।
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাদ্গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ॥

২। উপবীতিগণ অবশ্য ১৫ দিবসে অশৌচান্ত করিবেন। অনুপবীতী বৈশ্যগণ ৩০ দিনে অশৌচ পালন করেন। অনুপবীতিগণ ১৫ দশ দিবসেও অশৌচান্ত করিতে পারেন। কারণ বৈশ্যগণের ইহাতে জন্মগত অধিকার আছে। এমত অবস্থায় সমবেত সংস্কারের সৌকার্য্যার্থে যদি উপবীতিকে একই সংসারের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া কখনও ৩০ দিনে অশৌচান্ত করিতে বাধ্য হইতে হয়, তবে তিনি নাপিতকে মাত্র স্পর্শ করিয়া পঞ্চদশ দিবসে ভোজ্যোৎসর্গ সম্পন্ন করিয়া ক্ষৌরকার্য্যাদি অন্যান্য অনুষ্ঠান জ্ঞাতি বা স্বজনের মতানুযায়ী হইয়া ৩০ দিনে সমাপন করিবেন। অবশ্য এইরূপ শূদ্রবৎ আচরণে তাঁহার আপাততঃ যে পাপ হইবে তৎক্ষালনের জন্য পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত নবকার্ষাপন দান অর্থাৎ তিল ধান্য কাঞ্চনসহ গোমূল্য বাবৎ ১।০ বা ৸০ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ দিবসে উৎসর্গ করিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে উপবীতির এক সংসারে অবস্থান হেতু অশৌচান্ন গ্রহণের দোষ হইবে। অশৌচাপগমে প্রায়শ্চিত্ত করিবে—যথা দ্বিজ অশৌচ বিশিষ্ট স্ববর্ণের অন্ন ভোজন করিলে নদীতে গিয়া তাহাতে ডুব দিয়া তিনবার অঘমর্ষণ করিবে, পরে উঠিয়া অষ্টোত্তর সহস্র অর্থাৎ ১০০৮ বার গায়ত্রী জপ করিবে—যথা বিষ্ণু—২২ অঃ—

অশৌচাপগমে—প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ। ৮
স্ববর্ণাশৌচে দ্বিজো ভুক্ত্বা ব্রবত্তী॥
মাসাদ্য তন্নিমগ্ন স্ত্রিরঘমর্ষণং
জপ্ত্বোত্তীর্য্য গায়ত্র্যষ্ট সহস্রং জপেৎ॥ ৯

এইরূপ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ শাস্ত্র সঙ্গত। ইহাতে জ্ঞাতি বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ হইবে না ও অতি অল্পকালের মধ্যে সমগ্র সুবর্ণবণিক জাতির পূর্ণাঙ্গ সংস্কার সাধিত হইবে।

বিবাহিত ব্যক্তি উপনয়ন গ্রহণ করিলে তাঁহার স্ত্রী কি শূদ্রা থাকিবেন? এ সম্বন্ধে স্মৃতিকার এক কথায় মীমাংসা করিয়াছেন। স্ত্রীগণের কোনরূপ সংস্কার নাই, বিবাহই একমাত্র সংস্কার—যথা মনু—"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীনাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।" বিবাহের পর স্ত্রীগণের "ভর্ত্তুঃ সমান-ব্রতচারিত্বং" (বিষ্ণু) হইবে। এবং সর্ব্বকর্ম্মে অস্বতন্ত্রতা হইবে। সুতরাং স্বামীর উপনয়ন সংস্কারের দ্বারাই স্ত্রীগণ সংস্কৃত হইবেন। ইহাই বিধি।

অশৌচাচার।

উপবীত গ্রহণের পর হইতে ১৫ দিবসে বৈশ্যগণ অশৌচান্ত করিবেন। বৈশ্যের পঞ্চদশ দিবসেই অশৌচান্ত হইবে। বিভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। যথা—মনু ৮৩।৪ অঃ; অত্রি ৮৫; বিষ্ণু ২২ অঃ ২; যাজ্ঞবল্ক্য ৩ অঃ ২২। উশনঃ ৬ অঃ ৩৪। অঙ্গিরা ১৩ অঃ ৫১। সংবর্ত্ত ৩৮। পরাশর ২ অঃ ২ ও ২ অঃ ৪। শঙ্খ ১৫ অঃ ২। দক্ষ ৬ অঃ ৭। গৌতম ১৪ অঃ।

বিবাহে কুশণ্ডিকা।

উপবীতি বৈশ্য সুবর্ণবণিক অবশ্য বিবাহকালে বা কন্যাপুত্রাদির বিবাহে যজুর্ব্বেদ সম্মত কুশণ্ডিকাদি সমাপন করিবেন। ইহাও বৈশ্যাচারের মধ্যে একটী অবশ্য কর্ত্তব্য বিধি।

বৈশ্যাচার।

দশবিধ সংস্কার ব্যতীত অন্যান্য অবশ্য অনুষ্ঠেয় আচার নিম্নে প্রকটিত হইল। বৈশ্যের পক্ষে সেইগুলি অবশ্য আচরণীয়—

ধর্ম্ম বা বৃত্তি—কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, কুসীদ এইগুলি বৈশ্যের বৃত্তি; দান, অধ্যয়ন ও যজন এই তিনটী ধর্ম্ম।

যম ১০টী—যথা—আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্য মহিংসা দান মার্জ্জবম্।
প্রীতিঃ প্রসাদো মাধুর্য্যং মার্দ্দবঞ্চ যমা দশঃ॥ অত্রি ৪৮।

নিয়ম ১০টী—শৌচমিজ্যা তপোদানং স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহঃ।
ব্রতমৌনোপবাসশ্চ স্নানঞ্চ নিয়মাঃ দশঃ। অত্রি ৪৯।

সামান্য ধর্ম্মঃ—অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দয়া দমঃ ক্ষান্তি সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনং॥
যাজ্ঞবল্ক্য ১ অঃ ১২২।

পঞ্চ যজ্ঞ— অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং।
কাত্যায়ন ১৩ খণ্ড ৩।

স্ববৃত্তি অবলম্বন।

সুবর্ণবণিক জাতির বৈশ্যত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, কেবল আচার অবলম্বন করিলেই চলিবে না। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বন করিতেই হইবে। যেদিন বাঙ্গালার বৈশ্যগণ রাজা বল্লাল কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইয়া নিজ আচার ও বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, সেদিন বাঙ্গালার ভারি দুর্দ্দিন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালী "লক্ষ্মীছাড়া" হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য বিদেশীর হস্তগত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বৈশ্যাচার অবলম্বনের সহিত সুবর্ণবণিক জাতি

ব্যবসা বাণিজ্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জাতীয় ধনবৃদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক বাঙ্গালার লুপ্ত ঐশ্বর্য্য ফিরাইয়া আনুন—বাণিজ্যলক্ষ্মী বাঙ্গালায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিতা হউন। আচারভ্রষ্ট হওয়াতেই সুবর্ণবণিকগণ বৃত্তিভ্রষ্ট হইয়াছেন। বৈশ্যাচার অবলম্বনেই বৈশ্যবৃত্তি ফিরিয়া আসিবে।

পরিশিষ্ট (ক)।

দশবিধ সংস্কারের কাল নির্ণয়—

১। গর্ভাধান—গর্ভস্য স্পষ্টতা জ্ঞানে নিষেক কর্ম্ম।—বিষ্ণু

২। পুংসবন—স্পন্দনাৎ পুরা পুংসবনং।—ঐ

৩। সীমন্তোন্নয়ন—ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তোন্নয়নং।—ঐ

৪। জাতকর্ম্ম—জাতে চ দারকে জাতকর্ম্ম।—ঐ

৫। নামকর্ম্ম—অশৌচ ব্যপগমে নামধেয়ং। ঐ। নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।—মনু

৬। অন্নপ্রাশন—ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং। —বিষ্ণু

৭। চূড়াকরণ—তৃতীয়েঽব্দে চূড়াকরণম্।— বিষ্ণু। চূড়াকর্ম্ম কুলোচিতং।—ব্যাস। অথবা মনু—

কেশান্তঃ ষোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
রাজন্য বন্ধোর্দ্বাবিংশে বৈশ্যস্য দ্ব্যধিকে ততঃ।

(চূড়াকরণের সহিত কর্ণবেধ সংস্কার করিবে)।

৮। উপনয়ন—মুখ্যকল্প—গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ।—মনু

৯। সমাবর্ত্তন—"গ্রহণান্তিক মেব বা"—মনু অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারের অব্যবহিত পরে সমাবর্ত্তন হইতে পারিবে, যদি মানবক গুরুকুলে যথা নিয়মে বাস না করে।

১০। বিবাহ—সমাবর্ত্তনের পর যে কোন সময়ে হইতে পারে।

পরিশিষ্ট (খ)।

উপনয়নের জন্য দ্রব্যাদির ফর্দ্দ।

১। প্রায়শ্চিত্তের জন্য—ধান, তিল, স্বর্ণ, গোমূল্য বাবৎ নব কার্ষাপন—অর্থাৎ আঢ্য পক্ষে ১৷৹ ; অসমর্থ পক্ষে ৶৹।

২। বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের জন্য—কলা পাতা ; কলার পেটো ; গঙ্গা-মৃত্তিকা ; তিল, যব, হরিতকী, শ্বেতসর্ষপ, দধি, মধু, চিনি, আতপ চাল ⁄২৷৷৹, খুড়ের দাইল, বদরী, কাঁচকলা, কাঁটালীকলা, পান, সুপারী, পৈতা, গামছা ৩ খানা, বস্ত্র ২ খানা। গন্ধ, পুষ্প, দুর্ব্বা। ধূপ, দীপ, ফলমূলাদি, মিষ্টান্ন, বাতাসা। বসুধারা। জোর ৩টা। ধুতি ১, শাড়ী ১, ভোজ্য।

৩। আচার্য্যের বস্ত্র, নাপিতের বস্ত্র। বরণাদি।

৪। গব্য ঘৃত ⁄১৷৹, পট্টবস্ত্র, বরণডালা।

৫। বালি, উলুখড়, কুশ, সমিধ, গম্ভীয় কাষ্ঠ, স্রুক্, স্রুব, চমস পাত্র, প্রোক্ষণী পাত্র, আজ্যস্থালী, বহ্নিস্থাপনের জন্য কাংস্য পাত্র, চরুস্থালী, কাঁচা দুধ, চিনি। পূর্ণপাত্র।

বৈশ্যের উপবীত—মেষলোম নির্ম্মিত। (অভাবে কার্পাস সূত্রের সহিত মেষ লোম বাঁধিয়া দিবে) লৌহক্ষুর, বৃষ গোময়, কুলা, ধুচুনী।

টোপর, অন্ন ভোজনের থালা, গেলাস, অলঙ্কার। কুশাসন। কর্ণবেধের জন্য—গুঁজি।

দণ্ড—উড়ুম্বড় (যজ্ঞডুমুর) নাসা পর্য্যন্ত লম্বা।

অজিন—ছাগচর্ম্ম।

মৌঞ্জী মেখলা—শনময়ী, কিম্বা উলুময়ী।

ব্রহ্মচারীর বস্ত্র—হরিদ্রারঞ্জিত।

ভিক্ষার ঝুলির জন্য—গামছা।

ভিক্ষামন্ত্র—ভিক্ষাং দেহি ভবন্ (ভবতি)।

পরিশিষ্ট (গ)।

বৈশ্যসন্ধ্যা।

যজুর্ব্বেদীয়সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ।

প্রথমে দুইবার আচমন করিয়া—

"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ উচ্চারণপূর্ব্বক "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দেবীব চক্ষুরাততং" এইমন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

অথ মার্জ্জনম্।

নিম্নলিখিতমন্ত্রপাঠ করিতে করিতে মস্তকে জলক্ষেপণ করিবে।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তে হনঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥
ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥
ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি প্রাতঃসন্ধ্যার সময় পাঠ করিবে।

ওঁ নত্বা তু পুণ্ডরীকাক্ষমুপাত্তাঘপ্রশান্তয়ে ॥
ব্রহ্মবর্চ্চসকামার্থং প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্মহে ॥*

অথ প্রাণায়ামঃ।

এই সমস্ত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে মস্তকে জলবেষ্টন করিবে।

ওঁ কারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতিঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌বৃহতীপংক্তি ত্রিষ্টুব্‌জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুসূর্য্যবরুণবৃহস্পতীন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

---

* এই মন্ত্রটী সকল পদ্ধতিতে নাই।

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়ুগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

অনন্তর দক্ষিণবৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা দক্ষিণনাসিকা ধারণপূর্ব্বক বামনাসাদ্বারা পূরক অর্থাৎ বায়ু আকর্ষণ করতঃ—

নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্।

ব্রহ্মা আমার নাভিদেশে আছেন, এইরূপচিন্তা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ পাঠ করিবে।

তৎপরে দক্ষিণনাসিকা পূর্ব্ববৎ চাপিয়া রাখিয়া, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বারা বামনাসিকা চাপিয়া শ্বাসরোধরূপ কুম্ভককরতঃ—

হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্।

বিষ্ণু আমার হৃদয়ে আছেন, এইরূপভাবনা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ও সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ পাঠ করিবে।

তদনন্তর দক্ষিণনাসিকা হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলী পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বায়ুত্যাগরূপ রেচককরতঃ—

ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্।

মহেশ্বর আমার ললাটে আছেন, এইরূপভাবনা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ পাঠ করিবে।

অথাচমনম্।

প্রাতরাচমনমন্ত্রঃ।

দক্ষিণকরে জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

সূর্য্যশ্চমেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্নাহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।

মধ্যাহ্নাচমনমন্ত্রঃ।

দক্ষিণকরে জল লইয়া নিম্নলিখিতমন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।

সায়মাচমনমন্ত্রঃ।

দক্ষিণকরে জল লইয়া নিম্নলিখিতমন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো

রক্ষন্তাং। যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥

পুনর্মার্জ্জনম্।

জলে গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক নিম্নলিখিতমন্ত্রে তিনবার মস্তকে জলপ্রক্ষেপ করিবে।

আপো হি ষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপোদেবতা আপোমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥

অঘমর্ষণম্।

অনন্তর একগণ্ডূষজল নাসিকাগ্রে স্পর্শ করাইয়া—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি মন্ত্রস্য অঘমর্ষণঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥

এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নিশ্বাসদ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ ভস্মীভূত পাপসমূহ নির্গত হইয়া জলগণ্ডূষে মিলিত হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিয়া উক্তজল বামপার্শ্বে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ তিনবার অথবা একবার করিয়া, হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিবে।

অনন্তর প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গায়ত্রী তিনবারপাঠ করিয়া জলদ্বারা তিনবার সূর্য্যকে জলাঞ্জলিদান করিবে। মধ্যাহ্নে একবার দিবে।

গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং। ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

অথ সূর্য্যোপস্থানম্।

পাদাগ্রে ভারস্থাপনপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া বা বসিয়া, প্রাতঃকালে সূর্য্যাভিমুখে থাকিয়া, মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধে বাহু রাখিয়া এবং সায়ংকালে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, নিম্নোক্তমন্ত্রপাঠ করিবে।

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কন্নঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং॥

চিত্রমিত্যস্য কৌৎসঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষু র্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আ প্রাদ্যাবাপৃথিবীঅন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥

তচ্চক্ষুরিত্যস্য দধ্যঙ্‌ঙাথর্ব্বণ ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা পুরউষ্ণিক্ ছন্দো মহাবীরাদ্যন্তয়োঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শত মদীনাঃ স্যাম শরদ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥

উদ্বয়মিত্যস্য প্রস্কণ্বঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সৌত্রামণ্যা মবভৃথে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্বয়ং তমসম্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং। দেবং দেবত্রাঃ সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমং॥

সূর্য্য ঋষিঃ সূর্য্যা দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বয়ম্ভুরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মির্বর্চ্চোদা অসি বর্চ্চো মে দেহি। সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তে হিরণ্যস্তূপাঙ্গিরা ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিতমন্ত্রপাঠ করিবে।

ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ন্দেবানা মনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥

পরে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র পাঠ করিবে।

আয়াহীত্যস্য বিশ্বামিত্র ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥

তৎপরে অন্ততঃ ১০ বার গায়ত্রী জপ করিয়া জপ সমর্পণ ও প্রণাম করিবে।

পরিশিষ্ট (ঘ)।

গোত্র ও প্রবর।

ধনঞ্জয় কৃত ধর্ম্মপ্রদীপ গ্রন্থে যে সকল গোত্র ও প্রবর লিখিত আছে, তাহা এই—

	গোত্রের নাম	প্রবরের নাম
১।	জমদগ্নি	জমদগ্নি ঔর্ব্ব ও বশিষ্ঠ
২।	বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচ ও কৌশিক।

গোত্রের নাম	প্রবরের নাম
৩। অত্রি	অত্রি, আত্রেয় ও শাতাতপ।
৪। গৌতম	গৌতম, বশিষ্ঠ ও বার্হস্পত্য।
৫। বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ। মতান্তরে, বশিষ্ঠ, অত্রি ও সাঙ্কৃতি।
৬। কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার ও নৈধ্রুব।
৭। অগস্ত্য	অগস্তি দধীচি ও জৈমিনি।
৮। সৌকালীন	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপ্সার ও নৈধ্রুব।
৯। মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নুবৎ।
১০। পরাশর	পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ।
১১। বৃহস্পতি	বৃহস্পতি, কপিল ও পার্ব্বণ।
১২। কাঞ্চন	অশ্বথ, দেবল ও দেবরাজ।
১৩। বিষ্ণু	বিষ্ণু, বৃদ্ধি ও কৌরব।
১৪। কৌশিক	কৌশিক, অত্রি ও জমদগ্নি।
১৫। কাত্যায়ন	অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ।
১৬। আত্রেয়	আত্রেয়, শাতাতপ ও সাঙ্খ্য।
১৭। কাণ্ব	কাণ্ব, অশ্বথ ও দেবল।
১৮। কৃষ্ণাত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয় ও আঙ্গিরস মতান্তরে আঙ্গিরস স্থানে আবাস।
১৯। সাঙ্কৃতি	অব্যাহার, অত্রি ও সাঙ্কৃতি।
২০। কৌণ্ডিন্য	কৌণ্ডিন্য ও তিমিকৌৎস।
২১। গর্গ	গার্গ্য, কৌস্তুভ ও মাণ্ডব্য।
২২। আঙ্গিরস	আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ ও বার্হস্পত্য।
২৩। অনাবৃকাক্ষ	গার্গ্য, গৌতম ও বশিষ্ঠ।
২৪। অব্য	অব্য, বলি ও সারস্বত।

গোত্রের নাম	প্রবরের নাম
২৫। জৈমিনি	জৈমিনি উতথ্য ও সাঙ্কৃতি।
২৬। বৃদ্ধি	কুৰুবৃদ্ধ, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য।
২৭। শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল।
২৮। বাৎস্য ২৯। সাবর্ণ	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নুবৎ।
৩০। আলম্যান	আলম্যায়ন, শালঙ্কায়ন ও শাকটায়ন।
৩১। বৈয়াঘ্রপদ্য	সাঙ্কৃতি।
৩২। ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক ও ঘৃতকৌশিক। মতান্তরে বন্ধুল (বন্ধুল)।
৩৩। শক্তি	শক্তি, পরাশর ও বশিষ্ঠ।
৩৪। কাণ্বায়ন	কাণ্বায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ভরদ্বাজ ও অজমীঢ়।
৩৫। বাসুকি	অগোভ্য, অনন্ত ও বাসুকি।
৩৬। গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও নৈধ্রুব। মতান্তরে গৌতম, আঙ্গিরস ও আবাস।
৩৭। শুনক	শুনক, শৌনক ও গৃৎসমদ। মতান্তরে শুনক, শুনিহোত্র গৃৎসমদ।
৩৮। সৌপায়ন	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নুবৎ।

"সুরর্ষি" ও "ব্রহ্মর্ষি" যথাক্রমে বশিষ্ঠ ও নারদ গোত্রের সহিত সমান প্রবর হইবে। ব্রাহ্মণ ঋষিগণই গোত্র প্রবর্ত্তক। তাঁহাদের বংশীয়গণকেই তাঁহাদের গোত্র বলা হয়। ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপর বর্ণের পক্ষে পুরোহিতের নামের উল্লেখ করা হয়। অতি প্রাচীনকালে যে পুরোহিতের গোত্রের নামে যিনি পরিচয় দিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে সেই গোত্র চলিতেছে। পুরোহিত প্রবরোরাজ্ঞাং। আশ্ব শ্রৌ ১২।১৫।৫।

জমদগ্নি ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রি গোতমাঃ।
বশিষ্ঠঃ কাশ্যপাগস্ত্যা মুনযো গোত্রকারিণঃ॥
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যন্তে।
এতদুপলক্ষণমন্যেষামপি দর্শনাৎ। তথাচ
সৌকালীনকমৌদ্গল্যো পরাশর বৃহস্পতী॥
কাঞ্চনো বিষ্ণুকৌশিক্যৌ কাত্যায়নাত্রেয়কাণ্বকাঃ।
কৃষ্ণাত্রেয় সাঙ্কৃতিশ্চ কৌণ্ডিল্যো গর্গসংজ্ঞকঃ॥
আঙ্গিরস ইতি খ্যাতঃ অনাবৃকাখ্য সংজ্ঞিতঃ।
অব্যজৈগিনিবৃদ্ধাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যোবাৎস্য এবচ॥
সাবর্ণালম্যান বৈয়াঘ্রপদ্যশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ।
শক্তিঃ কাণ্বায়নশ্চৈব বাসুকী গৌতমস্তথা॥
শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনযো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপতানি তানি গোত্রানি মন্যন্তে॥

(ধর্ম্মপ্রদীপ)

পরিশিষ্ট (ঙ)।

উপবীত গ্রন্থি দিবার মন্ত্র।

যজুর্ব্বেদীয় যজ্ঞসূত্র নাভি পর্য্যন্ত হইবে।

যজ্ঞসূত্র তিনদণ্ডী হইবে। এক এক দণ্ডীতে তিন খাই সূতা থাকিবে।

মন্ত্র—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্রঃ অমুক প্রবরঃ শ্রীঅমুক দেবভূতি যজ্ঞোপবীতার্থং যজ্ঞসূত্রে গ্রন্থিমহং করিষ্যে। এই বলিয়া গ্রন্থি দিয়া গায়ত্রী পড়িবে।

তৎপরে—এতৎ যজ্ঞোপবীতার্থ যজ্ঞসূত্রং ওঁ বিষ্ণবে অর্পিত মস্তু। বলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া যজুর্ব্বেদী বৈশ্যগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন—

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং।
বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্য মগ্রং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং।
যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।

পরিশিষ্ট (চ)।

অধিকার।

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য, বেদাদেশ প্রতিপালন, আতিথ্য ও বৈশ্বদেব—এইগুলি ইষ্ট বলিয়া কথিত। বাপী, কূপ, তড়াগ উৎসর্গ, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, অন্নদান, উপবন নির্ম্মাণ,—এইগুলি পূর্ত্তকার্য্য। ইষ্ট ও পূর্ত্তকার্য্য সমূহে বৈশ্য সুবর্ণবণিকের ব্রাহ্মণাদির ন্যায় অধিকার আছে। অত্রিঃ ৪৬।১ অঃ।

পরিশিষ্ট (ছ)।

বিশেষ বিধি।

১। সুবর্ণবণিকগণ আচমনকালে—পবিত্র জল দক্ষিণহস্ত গোকর্ণের ন্যায় করিয়া মাসকলাই মাত্র ডুবিতে পারে এই পরিমাণ জল তালু পর্য্যন্ত যাহাতে যায় এইরূপভাবে তিনবার পান করিবে।

"বৈশ্যাহদ্ভিঃ প্রশিতাভিশ্চ"—মনু॥

২। যজুর্ব্বেদী মতে তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিবে।

৩। যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবে।

৪। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ ও সন্ধ্যা উপাসনা করিবে।

৫। বেদ-অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ করিবে না।

৬। অখাদ্য ভোজন, অবিক্রেয় বিক্রয়, মিথ্যাভাষণ ও আচরণ, দেব বা ব্রাহ্মণের নিন্দা ও দূষনীয় কার্য্য করিবে না।

৭। ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিবে।

৮। বিবাহে সগোত্র এবং সপিণ্ড বর্জ্জন করিবে।

৯। শুল্ক বিক্রয় করিবে না। অর্থাৎ পুত্রবিবাহে কন্যাপক্ষের নিকট হইতে পণ লইবে না।

১০। আহারকালে গণ্ডুষ করিবে ও পঞ্চ প্রাণের আহুতি দিবে। যথা—প্রাণায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা।

১১। বৈশ্যগণ অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় তিলক করিবে।

১২। মন্ত্রোচ্চারণকালে নিজ নাম উল্লেখের পর "দাস" শব্দ পরিহার করিয়া "ভূতি" "গুপ্ত" বা "দেববণিক্" শব্দ প্রয়োগ করিবে।

১৩। পূজা, ব্রত, উপবাসাদির অনুষ্ঠান করিবে।

১৪। সকল কার্য্যে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ মান্য করিবে।

১৫। সর্ব্বদা দেশের ও দশের উপকার করিবে ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবে।

পরিশিষ্ট (ঞ)।

বিগত ২৯শে শ্রাবণ ১৩২৮ সাল চুঁচুড়া শীলবাটীতে সুবর্ণবণিক ও তদ্‌যাজী ব্রাহ্মণগণের এক সম্মিলিত সাধারণ সভায় পরলোকগত পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়—

"আমরা সুবর্ণবণিক যাজী ব্রাহ্মণ, আমরা সুবর্ণবণিকদিগের পঞ্চদশ দিবসে অশৌচ ব্যবস্থার অনুমোদন করি ও শাস্ত্রগত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিব।"

এই প্রস্তাবে—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বিদ্যারত্ন ব্যাকরণশাস্ত্রী, ৺অক্ষয় কুমার বিদ্যালঙ্কার, ৺হেমচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীসত্যচরণ হালদার, শ্রীনিতাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশ্র, প্রভৃতি চুঁচুড়া নিবাসী ব্রাহ্মণগণ স্বাক্ষর করেন।

পরিশিষ্ট (ঝ)।

সাবিত্রী দীক্ষার স্থান ও কাল নির্ণয়।

গোশালা, দেবালয়, গুরুগৃহ, পুণ্যতীর্থ, নদীতীর ও নারায়ণক্ষেত্র—এই সকল স্থানে দীক্ষা হইবে।

ব্রাহ্মণের পক্ষে কাল, তিথি, নক্ষত্র, বার প্রভৃতি বিচার করিয়া উপনয়নের কাল নির্দ্দেশ করিতে হয়। পঞ্জিকায় যে উপনয়নের দিন দেওয়া থাকে, সে দিন ভিন্ন ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইবে না। অকালে, হরিশয়নে ও দক্ষিণায়নে ব্রাহ্মণের পক্ষে উপনয়ন নিষিদ্ধ, কিন্তু বৈশ্যের পক্ষে নহে। বৈশ্যগণের বেদাধিপ যখন চন্দ্র হইতেছেন, তখন বৈশ্যের

দীক্ষার দিনে চন্দ্রশুদ্ধি বিচার করিতে হইবে। পঞ্জিকায় দীক্ষার দিন নির্দ্দিষ্ট আছে।

পরিশিষ্ট (ঞ)।

ব্রহ্মযজ্ঞ।

সাবিত্রী জপের পর চতুর্ব্বেদের চারিটী মন্ত্র পাঠ করা উচিত। ইহাতেই বেদপাঠের ফল হয়।

ঋক্—ওঁ অগ্নি মীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্॥

যজু—ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বস্থ দেবোবঃ সবিতাপ্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় বর্ম্মণে।

সাম—ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্য দাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি।

অথর্ব্ব—ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে সংযোরভি স্রবন্তু নঃ।

বৈদিকী গায়ত্রী, সন্ধ্যা ও উপরোক্ত বেদমন্ত্র পাঠের পর যাঁহাদের গুরুকরণ হইয়াছে তাঁহারা গুরুমন্ত্র জপ ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবেন। প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা পাঠ প্রভৃতি করা বিধেয়।

সমাপ্ত।

বৈশ্যাচার পদ্ধতি

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীবলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বিদ্যাবিনোদ

প্রণীত।

কলিকাতা স্বর্ণবণিক সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা
বৈশ্য-উপনয়ন-যজ্ঞের প্রবর্ত্তক
শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল দেবভূতি
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—"বৈশ্য-শক্তি কার্য্যালয়" কলিকাতা, ৮নং জিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় লেনস্থ শ্রীযুক্ত দুনিয়াচাঁদ বড়াল দেবভূতির নিকট অনুসন্ধান করিলে বিনামূল্যে পাইবেন।

বৈশ্যাচার পদ্ধতি

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

শ্রীভগবানের কৃপায় বৈশ্যাচার-আন্দোলন সারা বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। চেৎলা, চুঁচুড়া, পালং, (ফরিদপুর) গড়বেতা, (মেদিনীপুর) কলিকাতা, বিষ্ণুপুর, (বাঁকুড়া) শ্রীপাট খড়দহ, (২৪ পরগণা) নোয়াপাড়া ও সাহানগর, (চট্টগ্রাম) রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সহস্র সহস্র স্বধর্ম্মপরায়ণ সুবর্ণবণিক বৈশ্যবর্ণোচিত "উপনয়ন-সংস্কার" গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরিমোহন স্মৃতিশিরোমণি সিদ্ধান্তবাগীশ, চন্দ্রকুমার স্মৃতিরত্ন, বলরাম ক্রিয়ারত্ন, অম্বিকাচরণ সাংখ্যতীর্থ সাংখ্যরত্ন, শিবশঙ্কর কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ, সিদ্ধান্তপঞ্চানন, রামকুমার চক্রবর্ত্তী, অমৃতলাল ব্যাকরণশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, আশুতোষ বিদ্যারত্ন, মাগনচন্দ্র দক্ষ, অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (কবিবর ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র), বামাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ পণ্ডিত মহাশয়গণ এই আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তজ্জন্য ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মৎসঙ্কলিত পদ্ধতি অনুসারে সর্ব্বত্রই সংস্কার কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে।

কলিকাতা "নিমাই-নিবাসে" সুবর্ণবণিক-সাধারণের বৈশ্যাচার গ্রহণান্দোলন বিষয়ক মহতী সভায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ (কলিকাতা ২৫শে ভাদ্র ১৩৩৫ তাং আনন্দবাজার পত্রিকা দ্রষ্টব্য) এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবৎরত্ন, বি, এ, মহাশয়ের উক্ত সভায় বক্তৃতা ও তৎসম্পাদিত "বীরভূমি ভাদ্র ১৩৩৫ সংখ্যার সুবর্ণবণিক সমাজ" শীর্ষক মূল্যবান অভিমত, বর্ত্তমান বৈশ্যাচার-গ্রহণান্দোলনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, এজন্য আমি তাঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশাবতংশ প্রভুপাদ, ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী ন্যায়রত্ন, সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন, ললিতমোহন গোস্বামী; শ্রীযুক্ত

দেবধারী কাব্যতীর্থ, রামসুন্দর চতুর্ব্বেদী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জলধর ভট্টাচার্য্য, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপীজীবন অধিকারী পুরাণরত্ন, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মণমণ্ডলীর এবং সুবর্ণবণিক কুলোজ্জ্বলকারী প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা সুখময় রায়, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, দানবীর মহাত্মা মতিলাল শীল, স্বর্গীয় কুঞ্জলাল ভুতি, ব্রহ্মমোহন মল্লিক, বংশীধর মল্লিক, সাক্ষীগোপাল বড়াল প্রভৃতি মহোদয়গণের সুযোগ্য বংশধরগণ কুমার শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র রায়, কুমার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ রায়, কুমার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র লাহা, কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহা, কুমার শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র মল্লিক, কুমার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচরণ মল্লিক, শ্রীযুক্ত কাশীলাল শীল, কালঞ্জর মল্লিক, ফণিভূষণ মল্লিক, গদাধর মল্লিক, নরেন্দ্রনাথ মল্লিক, অরুণপ্রকাশ বড়াল, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডল, তুলসীচরণ দত্ত, অমূল্যধন আঢ্য, বৃন্দাবনচন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল, পূর্ণচন্দ্র আঢ্য, কালিদাস আঢ্য, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক রজনীকান্ত দে, ডাক্তার অক্ষয়কুমার নন্দী, ডাক্তার বিমলাচরণ লাহা, ডাক্তার কমলকৃষ্ণ শীল, রামকৃষ্ণ দে প্রমুখ কলিকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানের ন্যূনাধিক তিনশত গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণের উপস্থিতিতে এবং তাঁহাদিগের সম্মিত-অনুমতিক্রমে, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক ভারতবাণীভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল মহাশয় কলিকাতা বৈশ্য-উপনয়ন যজ্ঞের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুষ্ঠান্ সুসম্পন্ন করেন। বলা বাহুল্য উপরোক্ত দু'টি অনুষ্ঠানই মৎসঙ্কলিত "বৈশ্যাচার পদ্ধতি" অনুসারে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর কাব্য-ব্যাকারণ-স্মৃতিতীর্থ, সিদ্ধান্তপঞ্চানন এবং মদীয় পৌরহিত্যে সম্পন্ন হইয়াছিল। এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানের পর সুবর্ণবণিকগণের "বৈশ্যাচার-গ্রহণ" বিষয়ে আর যে কাহারও কোন সংশয় থাকিতে পারে না—এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত দুই সহস্র খণ্ড "বৈশ্যাচার পদ্ধতি" নিঃশেষিত হইয়াছে ; পরন্তু কলিকাতা ও মফঃস্বলে বিভিন্ন জেলার ধর্ম্মপরায়ণ বহু সুবর্ণবণিক যজমান এই পুস্তক পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায়, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

সম্প্রতি "কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজ" কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত "উপনয়ন সব-কমিটির" সদস্যগণ মৎসঙ্কলিত "বৈশ্যাচার পদ্ধতি"র (প্রথম সংস্করণ) মূলতঃ অবলম্বন পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় বচনাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া কোনও কোনও স্থলে পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল দেবভূতি, রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা, সি, আই, ই, মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা. এম, এ ; বি, এল, পি, আর, এস্, পিএচ্, ডি, শ্রীযুক্ত নৃসিংহপদ দত্ত দেবভূতি, বি, এল, শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী, শ্রীযুক্ত শ্যামলাল শীল দেবভূতি, ও শ্রীযুক্ত নটবর চন্দ্র দত্ত প্রমুখ উক্ত "উপনয়ন সব-কমিটি"র সদস্যগণকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

এই সংস্করণে ইহারা যাহা কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে আমি সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি এই ক্ষুদ্রগ্রন্থখানি আমার অশেষ কল্যাণভাজন বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের বৈশ্যত্ব-প্রতিষ্ঠার যথেষ্ঠ সহায়তা করিবে।

"কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজে"র অন্যতম সুযোগ্য সম্পাদক, বর্ত্তমানে বৈশ্যাচার আন্দোলনের সর্ব্বপ্রধান সহায়ক, সমাজহিতৈষী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল দেবভূতি মহাশয় এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। শ্রীনারায়ণ তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন ও সমাজ সেবা-ব্রতে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখুন।

বৈশ্য-শক্তি পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রীমান্ দুনিয়াচাঁদ বড়াল দেবভূতি এই পদ্ধতি প্রচারের যাবতীয় ভার গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকেও আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অনুরোধ।

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার বিভিন্ন সুবর্ণবণিক-বহুল-কেন্দ্রে "বৈশ্যাচার আন্দোলন" কিরূপ কার্য্যকরী হইতেছে, সে বিষয়ে ধারাবাহিকরূপে সঠিক্ তথ্য গ্রহণ করিবার জন্য ধর্ম্মপরায়ণ সুবর্ণবণিক মাত্রকেই আমি "বৈশ্য-শক্তি" পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে অনুরোধ করি। কারণ আমি বিশ্বাস করি,—আমার অশেষ কল্যাণভাজন সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের স্ববর্ণোচিত "উপনয়ন-সংস্কার" গ্রহণ করিবেন; শূদ্রাচারের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত অবনত মস্তকে পালন করিয়া, শুধু বৈশ্যত্বের অভিমান লইয়া বসিয়া থাকিলে—ভিক্ষাপাত্র হস্তে উচ্চবর্ণাভিমানীর দ্বারে বৈশ্যত্ব যাচিঞা করিলে—শূদ্রত্ব ঘুচিবে না। বৈশ্যত্বের দাবী লইয়া জনসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে—বাংলায় বৈশ্য-বর্ণের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে হইলে—তথাকথিত শ্রেষ্ঠ-বর্ণাভিমানী কাপুরুষদিগের নিন্দা ও বিদ্রূপ দলিত করিয়া, পুরুষকার সহায়ে সুবর্ণবণিক তথা সমগ্র "বৈশ্য-জাতির" একনিষ্ঠ চিত্তে বৈশ্যের সর্ব্ববিধ "আচার ও বৃত্তি" বরণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

চুঁচুড়া,
১১ই চৈত্র, ১৩৩৫ সাল।

কিমধিকমিতি—
শ্রীবলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের "উপনয়ন সবকমিটী"

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

বৈশ্যাচার পদ্ধতি

ভূমিকা

কিঞ্চিদূর্দ্ধ অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী অনুসন্ধান ও প্রমাণ সংগ্রহের ফলে বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্গণের বৈশ্যত্ব সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে বৈশ্যোচিত সংস্কারের প্রয়োজন। পরলোকগত কুঞ্জলাল ভূতি মহাশয় তদীয় "সুবর্ণবণিক্" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বৈশ্য-সুবর্ণবণিক্গণের স্বীয় আচারের পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য নিম্নলিখিত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—

১। বৈশ্যবর্ণোচিত অশৌচ কাল স্বীকরণ

২। উপনয়ন সংস্কার।

এইজন্য সুবর্ণবণিক্ সমাজকে ঐকমত্যসহকারে প্রস্তুত হইতে হইবে। শাস্ত্রমতে দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইতে হইবে। এই সকল বৈশ্যোচিত সংস্কার অনুষ্ঠানের সহায়তাকল্পে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণীত হইল।

দ্বিজাতিগণ শাস্ত্রবিহিত বয়সে উপনয়ন সংস্কারে দীক্ষিত না হইলে দোষগ্রস্ত হইয়া থাকেন। এই ব্রাত্য-পাতিত্য ক্ষালনার্থে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। যাঁহার শাস্ত্রোক্ত বয়সে উপনয়ন হয় নাই

এবং উর্দ্ধতন পুরুষগণেরও উপনয়ন হয় নাই, তিনি উপনীত হইয়া পাতিত্য-মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার জন্য আপস্তম্ব (১, ২, ৫) দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা দিয়াছেন ; এই দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের অনুকল্প ধেনুদান কিম্বা ধেনু-মূল্যদানের ব্যবস্থাও শাস্ত্রে বিহিত আছে। বৈশ্যগণ ২৪ বৎসর বয়সের উর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত অনুপনীত থাকিলে ব্রাত্য-পাতিত্য ঘটিয়া থাকে। বৈশ্য সুবর্ণবণিক্‌গণ এইরূপ স্মরণাতীত কাল হইতে পিতৃপিতামহক্রমে উপনয়ন সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া অংশতঃ বৈশ্যাচার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহাদের উপনয়ন গ্রহণে শাস্ত্রজ্ঞ-সম্মত প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা অনুভূত হওয়ায় বহুদিন পূর্ব্বেই বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র সংগৃহীত হইয়াছে। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন—যে সকল সুবর্ণবণিক্ বাণিজ্যাদি নিজবৃত্তিতে অবস্থিত থাকিয়া বৈষ্ণবাচার পালনপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিতেছেন তাঁহাদের পাতিত্য ঘটে নাই, সুতরাং কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত কতিপয় শাস্ত্রদর্শী অধ্যাপকের ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"ভগবান্মনুরবদৎ, যদ্যতিদুস্তরং পাতকং স্যাদথবা দুষ্করং কিমপি কার্য্যং স্যাৎ, তথাপি তৎসিদ্ধৌ উপায়ঃ কেবলং তপ এব। তপসাঽসাধ্যং এতাদৃশং কিমপি কার্য্যং ন বরীবৃত্যতে। তথা চ মনুসংহিতায়ামেকাদশাধ্যায়ে শ্লোকঃ :—

যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
তৎ সর্ব্বং তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥ ইতি—

অপিচ। ইত্যেতত্তপসো দেবা মহাভাগ্যং প্রচক্ষতে।
সর্ব্বস্যাস্য প্রপশ্যন্তস্তপসঃ পুণ্যমুত্তমম্॥

চাতুর্ব্বণ্য-তপস্যাবিভাগেন মনুরলেখীৎ, যথা—ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং, ক্ষত্রিয়স্য প্রজারক্ষণং, বৈশস্য বাণিজ্যং, শূদ্রস্য দ্বিজসেবনমিতি।

ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥
যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাং শ্চাবয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥

অতএব বণিগ্‌জনঃ সুবর্ণক্রয়বিক্রয়বৃত্তিত্যাগমকৃত্বা বংশাবলিপর্য্যন্ত সাধ্যবৃত্তিমধ্যে পুরুষানুক্রমেণ তৎপরিশ্রমে নিযুক্তো বর্ত্ততে। এবং যজ্ঞোপবীতধারণব্যতিরিক্তা সর্ব্বধর্ম্মদানধ্যানপরম্পরা সাম্প্রতমপি চাচল্যতেতরাম্। বণিগ্‌জনস্য তপোবলবদ্বিধায় ব্রতাদিঃ সর্ব্বদোষতো বিনির্ম্মুক্ত এব। কিঞ্চ তদ্ধেতুত্বাৎ বণিনং প্রতি মুনিনোক্তং যথা—

যজ্ঞাধ্যয়নদানানি কুর্য্যান্নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
পিতৃকার্য্যপরশ্চৈব নরসিংহার্চ্চনাপরঃ॥ ইতি—

এতদ্বচনপ্রামাণ্যেন বৈশ্যবর্গো জন্মাবধি শ্রীনৃসিংহদেবস্য অর্থাৎ—বিষ্ণোরবতারান্তরস্য মন্ত্রোপাসকঃ সর্ব্বজনগোচরোঽস্তি। সুবর্ণবণিগ্‌বর্গমধ্যে সর্ব্বপুরুষানুক্রমেণ পরমভাগবতো মহাত্মগোস্বামিদত্তবিষ্ণুমন্ত্রোপাসকঃ হরিভক্তিপরায়ণ বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়শ্চ। সুতরাং বিষ্ণুমন্ত্রজপো হরিসংকীর্ত্তনৈশ্চৈতেষাং দিবানিশমনিশম্ভবতি। হরিনামাঽপি মহৎ প্রায়শ্চিত্তং প্রায়শ্চিত্তবর্গাণাং যথা—

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াঽপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকম্॥

ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেককৃত বচনং প্রমাণং। তথা—

নাম্নোঽস্য যাদৃশী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥

ইতি বচনঞ্চ। তন্মধ্যে নিত্যমনেক কার্য্যমস্তি। যথা—মহাভারতে অজামিলোপাখ্যানে তথা শ্রীমদ্ভাগবতেঽপি সুস্পষ্টং প্রমাণম্। যদ্যেকবারং ভগবন্নামোচ্চারণেন তচ্ছ্রবণেন কিংবা ভগবদ্ভক্তচরণগ্রহণেন মহাগর্হিতাঽসংখ্যাতিশয়-পাতকাদিনাশ-প্রকারেণাঽধম-জনৈরনায়াসেন মোক্ষলাভঃ ক্রিয়তে স্ম। কেবলমনুপনীতত্বেন ব্রাত্যরূপো যো দোষঃ, অথাঽন্যৎ কিঞ্চন প্রকারং পাতকম্ উপযুক্ত বিষ্ণুপাসকগণস্য স্পর্শকরণে নহি সাবকাশো ভবেদিতি। অতএব তৎসর্ব্ববংশাবলাঃ ক্রমেণাবিচ্ছেদেন পরম-মঙ্গল-স্বরূপ-ভগবচ্ছ্রীবিষ্ণোর্ণাম্নোঽহরহঃ স্মরণকীর্ত্তনমতিপবিত্রং সর্ব্বপাপনাশকারণং প্রবলমস্তি, নাঽত্র সংশয়ঃ।

এতৎসমস্তকারণতো বিষ্ণুপাসকো যো বণিক্‌বর্গ স্তস্যোপরি ব্রাত্য-প্রভৃতি কিমপি পাতকং নাঽধিকরোতীতি তস্য নিত্যকর্ম্ম বিষ্ণুস্মরণা-র্চ্চনাদি কৃত্বোপনয়নং কর্ত্তব্যমিতি সমস্ত বিদ্বজ্জনসম্মতিরস্তিতি।"

(শ্রীরামঃ শরণং)	(ওঁ)
শ্রীমধুসূদন দেবশর্ম্মাণাম্ (স্মৃতিরত্ন)	শ্রীতারিণীপ্রসাদ শর্ম্মণাম্
শ্রীচন্দ্রমোহন শর্ম্মণাম্ (ন্যায়ালঙ্কার)	(তর্কবাচস্পতি)
বিক্রমপুর নিবাসিনাম্।	বিক্রমপুর নিবাসিনাম্।
(শ্রীবিশ্বেশ্বরো জয়তি)	(শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্)
শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণাম্ (বিদ্যারত্ন)	শ্রীসর্ব্বানন্দ শর্ম্মণাম্ (ন্যায়বাগীশ)

উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্রে দেখা যাইতেছে স্ববৃত্তিতে অবস্থিত বৈষ্ণবগণের ব্রাত্যতাদোষ খণ্ডনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত অনাবশ্যক। কিন্তু যদি কাহারও স্ববৃত্তি পালনে কিংবা যথারীতি বিষ্ণুমন্ত্র জপে ত্রুটী হইয়া থাকে এই আশঙ্কায় "অধিকন্তু ন দোষায়" এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক সুবর্ণবণিকের পক্ষেই সংস্কারের পূর্ব্বে আপস্তম্বোক্ত ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে স্বল্পায়ু জীবের পক্ষে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক

ব্রহ্মচর্য্য পালনের সামর্থ্য না থাকায় শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে উক্ত ব্রতের অনুকল্প পয়স্বিনী ধেনুদান কিংবা তাহার যথাযথ মূল্য দান অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধেনুমূল্য দান করিলে চলিবে। একটি ধেনুর মূল্য ধনীর পক্ষে ৫ কাহন, মধ্যবিত্তের পক্ষে ৩ কাহন এবং নিঃস্বের পক্ষে এক কাহন।

সুবর্ণবণিকগণের ব্রাত্যতা অনিচ্ছাকৃত, সুতরাং শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই ইঁহাদিগের ব্রাত্যতা দোষ খণ্ডিত হইবে। অঙ্গিরা বলিয়াছেন—"স্যাত্তকামকৃতে যত্তু দ্বিগুণং বুদ্ধিপূর্ব্বকে"—অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত পাপে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ইচ্ছাকৃত পাপে তাহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন—"অকামতঃ কৃতং পাপং বেদাভ্যাসেন শুধ্যতি"—অনিচ্ছাকৃত পাপ বেদপাঠ অর্থাৎ গায়ত্রী উচ্চারণে ক্ষালিত হয়। এই সকল বচন দ্বারা ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে অনিচ্ছাকৃত পাপ অতি লঘু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষালিত হয়। ব্যক্তি বিশেষের অত্যাচারের ফলে সুবর্ণবণিকগণ অনিচ্ছায় ব্রাত্য হইয়াছেন—সুতরাং উহা দেশকালাদি-বিপ্লবজনিত 'পাতিত্য' বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং তাহা হইলে "মৎস্য-সূক্ত" ধৃত বচন অনুসারে—

"সাবিত্রী পতিতা যেষাং দেশকালাদিবিপ্লবাৎ।
চান্দ্রায়ণং চরেদ্ যস্তু ব্রাত্যস্তে ধেনুমুৎসৃজেৎ॥"

একটি চান্দ্রায়ণ ব্রত ও একটি ধেনুদান করিলেই সুবর্ণবণিকগণের ব্রাত্যতা খণ্ডিত হইবে। চান্দ্রায়ণের অনুষ্ঠানে অপারগ হইলে তাহার অনুকল্প তিনটি ধেনুদান করিতে হয়, সুতরাং দেশকালাদিবিপ্লবে অনিচ্ছায় ব্রাত্যতাগ্রস্ত সুবর্ণবণিকগণ মোটের উপর চারিটি ধেনু কিংবা তন্মূল্য (৪ × ৩) ১২ কাহন কড়ি কিংবা তন্মূল্য দান করিলে ব্রাত্যতা মুক্ত হইবেন। এ বিষয়ে নিম্নে একখানি ব্যবস্থাপত্র উদ্ধৃত হইতেছে।

"বৈশ্যবর্ণানাং চতুর্ব্বিংশতি-বর্ষ-পর্য্যন্ত-মনুকল্পোপনয়নকালং মন্বাদিশাস্ত্রে বিহিতম্। অতঃ ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ব্রাত্যাঃ ভবন্তি। ব্রাত্যানাং

ব্রাত্যস্তোমৌদ্দালিকপ্রাজাপত্যচান্দ্রায়ণাদিরূপং প্রায়শ্চিত্তং বিহিতং। যথা নির্ণয়সিন্ধৌ—

লুপ্তকর্ম্মণি সর্ব্বত্র প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
প্রায়শ্চিত্তে কৃতে পশ্চাল্লুপ্তং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥

ইতি প্রায়শ্চিত্তস্য প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বত্র। ব্রাত্যস্তোমৌদ্দালিক-প্রাজাপত্য-চান্দ্রায়ণাদয়স্তু গুরুপ্রায়শ্চিত্তং কামকৃতব্রাত্যতাদোষক্ষালনায় জ্ঞাতব্যম্। সুবর্ণবণিজাস্তু অনুপনয়নং বল্লালকৃতমকামজং পাপং সুবিদিত মস্তি। তৎক্ষালনায় লঘু প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যম্। যথাহ মনুঃ—

অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ।
কামকারকৃতেঽপ্যাহুরেকে শ্রুতিনিদর্শনাৎ॥ মনু ১১ অঃ ৪৫

অপিচ—

অকামতঃ কৃতং পাপং বেদাভ্যাসেন শুধ্যতি।
কামতস্তু কৃতং মোহাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ॥ মনু ১১ অঃ ৪৬

পুনশ্চ— সাবিত্রীঞ্চ জপেন্নিত্যং পবিত্রাণি চ শক্তিতঃ।
সর্ব্বেষ্বেব ব্রতেষ্বেবং প্রায়শ্চিত্তার্থমাদৃতঃ॥ মনু ১১ অঃ ২২৬

অতএব ব্রাত্যতারূপোপপাতকনাশায় সর্ব্বেষু ব্রতেষু চান্দ্রায়ণাদিষু অপি সাবিত্রীজপঃ বিধেয়ঃ অঘমর্ষণমন্ত্রাদিপাঠশ্চ। যথাহ বিষ্ণুঃ—

যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্ব্বপাপাপনোদনঃ।
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥

উপবাসশ্চ প্রায়শ্চিত্তার্থঃ কল্পিতঃ যথা—

স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্তমভোজনম্।

ইতি—মনু ১১ অঃ ২০৪

ততঃ প্রকৃতকর্ম্ম। বল্লালশাসনসময়ে দেশমধ্যে মহাবিপ্লবঃ সমুৎ-পাদিতঃ ইত্যেব প্রামাণ্যং। দেশকালাদিবিপ্লবাৎ সুবর্ণবণিজাং সাবিত্রী-

পাতিত্যং বিঘটিতম্—তত্তেষাং চান্দ্রায়ণং ধেনুদানঞ্চ প্রায়শ্চিত্তার্থং কল্পিতং—

যথা সংগ্রহস্থক্তে প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে—

সাবিত্রী পতিতা যেষাং দেশকালাদিবিপ্লবাৎ।

চান্দ্রায়ণং চরেৎ যস্তু ব্রতান্তে ধেনুমুৎসৃজেৎ॥ ইতি

চান্দ্রায়ণাশক্তৌ ধেনুত্রয়ং,তন্মূল্যং নব কার্ষাপনাঃ বা দেয়াঃ।

তিলধান্যকাঞ্চনান্যপি ব্রাহ্মণেভ্যো দাতব্যানীতি। সর্ব্বত্র শ্রীহরি-নামানুকীর্ত্তনং মহৎ প্রায়শ্চিত্তং বাহুল্যেন প্রকাশিতং। পূর্ব্বোক্তপ্রকারং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বোপনয়নং সুবর্ণবণিজাং কর্ত্তব্যমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ ইতি

(শ্রীহরিঃ শরণং) কাব্যসাংখ্যতীর্থ বিদ্যাভূষণোপাধিক

শ্রীবলাইচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীঅমৃতলাল-

ব্যাকরণশাস্ত্রিণাম্

এখানে আর একটি বিষয় বলা আবশ্যক। আপস্তম্ব যে স্থলে ব্রাত্যতা খণ্ডনের প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়াছেন সে স্থলে যদিও প্রপিতামহের অনুপনয়নজনিত ব্রাত্যতা পর্য্যন্তই উল্লিখিত হইয়াছে তথাপি আরও উৰ্দ্ধতন পুরুষগণও যে সে স্থলে বিবক্ষিত তাহা বুঝা যায়। সেই জন্যই আপস্তম্বের ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "মদনরত্ন" নামক স্মৃতিগ্রন্থেও এইরূপ মত গৃহীত দেখা যায়। সুতরাং স্মরণাতীত কাল হইতে অনুপনয়নজনিত ব্রাত্যতা দোষও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা খণ্ডিত হইবে ইহাই শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত।

প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান

অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথি এবং শনি ও মঙ্গলবার ব্যতীত যে কোন দিন ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান হইতে পারে। প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বদিনে

মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক সংযত চিত্তে উপবাসী থাকিতে হয়। উপবাসে অশক্ত হইলে পরদিন প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বে ৶০ আনা উৎসর্গ করিতে হয় এবং মস্তক মুণ্ডন না করিলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে অর্থাৎ পূর্ব্ববিহিত চারিটি ধেনু মূল্যের দ্বিগুণ দান করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের পর গরুকে একমুষ্টি ঘাস খাওয়াইয়া একটি পার্ব্বণশ্রাদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ ভোজন কর্ত্তব্য।

ইহার পর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিবে।

উপবীত সমস্যা

"সুবর্ণবণিক্ সমাচারে" বিগত ১৩৩১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় "সুবর্ণ-বণিক্‌গণের উপনয়ন সংস্কার" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রীয়, ও আধুনিক ব্যবহারগত প্রমাণাদির দ্বারা, প্রমাণ করা হইয়াছে—বৈশ্য জাতির উপনয়ন সংস্কারে ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিকার আছে। অনুসন্ধিৎসুগণ ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ সুবর্ণবণিক্ জাতির জন্মগত অধিকার। এই অধিকার পাইবার জন্য স্বীয় ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃসাধন উদ্দেশ্যে যজ্ঞোপবীত ধারণ নিতান্ত প্রয়োজন। জন্মগত অধিকার ত্যাগ করিলে ধর্ম্মহানি হয়।

বর্ত্তমান উপনয়ন আন্দোলনে সমস্ত সুবর্ণবণিক্ জাতিকে একমত করিয়া সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির অনুমোদন সহকারে একযোগে একদিনে উপনীত হইবার জন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করেন। এরূপ করিলে সব গোল চুকিয়া যায়। কিন্তু একটা জাতির সমবেত সংস্কার যে একদিনে হয় না—বা হইতেও পারে না—ইহা উক্তরূপ প্রস্তাবকারিগণ বিলক্ষণ বুঝেন। ঐরূপ করা একটা ওজর মাত্র। সৎসাহসের অভাবে যাঁহারা ঐ ওজরের আশ্রয়ে থাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চান, তাঁহাদের বুদ্ধির

প্রশংসা করা যায় না। একটা জাতির সংস্কার অল্পে অল্পে হইবে—এবং ইহার জন্য দু দশ বছর লাগিবে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। আনন্দের বিষয়, আজ প্রায় ৫০।৬০ বৎসর বৈশ্যত্বের আন্দোলনে এই এতদিনে সুবর্ণবণিক্ জাতি সংস্কার গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন। এরূপক্ষেত্রে হয় ত এক সংসারের মধ্যে পিতা উপবীত গ্রহণ করিবেন, পুত্র করিবেন না—এক ভ্রাতা লইবেন—অন্য ভ্রাতারা লইবেন না। এই প্রকার কিছু কিছু বিপ্লব ঘটিবেই। ইহাতে ধৈর্য্যহীন হইলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে—একদিনে একটা জাতির পূর্ণ সংস্কার হয় না।

এইরূপ বিপ্লবে ওজরকারিগণ স্বতঃই দুইটি প্রশ্ন করিবেন—

১। উপবীতিগণ অনুপবীতির সহিত আহারাদি করিবেন কি না?

২। উপবীতী ও অনুপবীতী জ্ঞাতি বা স্বজনগণের অশৌচ ব্যবস্থা কি হইবে?

সংক্ষেপে ইহার উত্তর দেওয়া গেল—

১। উপবীতিগণ অনুপবীতির সহিত আহারাদি বা সামাজিক সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ রাখিবেন। কারণ সুবর্ণবণিক্ জাতিতে বৈশ্য—উপবীতিগণের জন্মগত ও সংস্কারগত বৈশ্যত্ব জন্মিয়াছে—অনুপবীতিগণের সংস্কারগত না হইলেও জন্মগত বৈশ্যত্ব বজায় আছে। অবশ্য উপবীতিগণ অনুপবীতির সহিত আহারাদি ও সামাজিক সম্বন্ধ করিলে ব্রাত্যসম্পর্ক দোষে পতিত হইবেন। কিন্তু সেই দোষ হইতে উপবীতিগণ একমাত্র গায়ত্রী জপ দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাণ পাইবেন। যথা ব্যাস বলিয়াছেন—

প্রতিগ্রহান্নদোষাচ্চ পাতকাদুপপাতকাৎ।
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাদ্গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ॥

২। উপবীতিগণ অবশ্য ১৫ দিবসে অশৌচান্ত করিবেন। অনুপবীতি বৈশ্যগণ ৩০ দিনে অশৌচ পালন করেন। অনুপবীতিগণ পঞ্চদশ দিবসেও অশৌচান্ত করিতে পারেন। কারণ বৈশ্যগণের ইহাতে

জন্মগত অধিকার আছে। এমত অবস্থায় সমবেত সংস্কারের সৌকর্য্যার্থে যদি উপবীতিকে একই সংসারের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া কখনও ৩০ দিনে অশৌচান্ত করিতে বাধ্য হইতে হয়, তবে তিনি নাপিতকে মাত্র স্পর্শ করিয়া পঞ্চদশ দিবসে ভোজ্যোৎসর্গ সম্পন্ন করিয়া জ্ঞাতি বা স্বজনের মতানুসারে ক্ষৌরকার্য্যাদি অন্যান্য অনুষ্ঠান ৩০ দিনে সমাপন করিবেন। অবশ্য এইরূপ শূদ্রবৎ আচরণে তাঁহার আপাততঃ যে পাপ হইবে তৎ-ক্ষালনের জন্য পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। অর্থাৎ শ্রাদ্ধ দিবসে তিল ধান্য কাঞ্চনসহ গোমূল্য উৎসর্গ করিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে উপবীতির এক সংসারে অবস্থান হেতু অশৌচান্ন গ্রহণের দোষ হইবে। অশৌচাপগমে প্রায়শ্চিত্ত করিবে—দ্বিজগণ অশৌচবিশিষ্ট স্ববর্ণের অন্ন ভোজন করিলে নদীতে অবগাহনপূর্ব্বক তিনবার অঘমর্ষণ করিবেন, অষ্টোত্তর সহস্র অর্থাৎ ১০০৮ বার গায়ত্রী জপ করিবেন—(বিষ্ণু ২২ অঃ ৮, ৯)।

মাসাদ্য তন্নিমগ্ন স্ত্রিরঘমর্ষণং।

এইরূপ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত। ইহাতে জ্ঞাতি বা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ হইবে না ও অতি অল্পকালের মধ্যে সমগ্র সুবর্ণবণিক্ জাতির পূর্ণাঙ্গ সংস্কার সাধিত হইবে।

বিবাহিত ব্যক্তির উপনয়ন

বিবাহিত ব্যক্তিও উপনয়নযোগ্য। সত্য বটে, উপনয়নের পর বিবাহ সংস্কার—ইহাই শাস্ত্রবিহিত ক্রম। কিন্তু উপনয়নের ন্যায় একটি প্রধান সংস্কার লোপ করিয়া পতিত হইয়া থাকা অপেক্ষা সংস্কারদ্বয়ের ক্রমভঙ্গ-জনিত লঘুতর প্রত্যবায়ের ভাজন হওয়া শতগুণে শ্রেয়ঃ। বিবাহের পর উপনীত ব্যক্তির উপনয়ন সংস্কারের পূর্ব্বে যে সকল পুত্র জন্মগ্রহণ

করিয়াছে, তাহাদিগকে সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রায়শ্চিত্তানন্তর উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইবে। পিতার উপনয়নের পর যে সকল পুত্র হইবে তাহারা ২৪ বৎসর বয়সের মধ্যে উপনয়ন গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা থাকিবে না।

বিবাহিত ব্যক্তি উপনয়ন গ্রহণ করিলে তাঁহার স্ত্রী কি শূদ্রা থাকিবেন ? এ সম্বন্ধে স্মৃতিকার এক কথায় মীমাংসা করিয়াছেন। স্ত্রীগণের কোনরূপ সংস্কার নাই, বিবাহই তাহাদের একমাত্র সংস্কার। "বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃত" (মনু)। বিবাহের পর স্ত্রীগণের "ভর্ত্তুঃ সমানব্রতচারিত্বং" (বিষ্ণু) হইবে এবং সর্ব্বকর্ম্মে অস্বতন্ত্রতা হইবে। সুতরাং স্বামীর উপনয়ন সংস্কারের দ্বারাই স্ত্রীগণ সংস্কৃত হইবেন—ইহাই বিধি।

উপনয়নের পর শ্রাদ্ধে পক্ক পিণ্ড প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে বহু-কালাবধি পুরুষপরম্পরায় পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অপক্ক পিণ্ড লুপ্ত হইবে না এবং পূর্ব্বে "দাস" উপাধি উল্লেখে যে সকল ক্রিয়া হইয়াছে তাহাও (এখন বৈশ্যোচিত উপাধিগ্রহণের ফলে) পণ্ড হইবে না। কারণ উহাতে যে অঙ্গদোষ হইয়াছে তাহা প্রত্যেক কর্ম্মের অন্তে অনুষ্ঠিত অচ্ছিদ্রাবধারণ এবং বৈগুণ্যপ্রতিকারার্থ বিষ্ণুস্মরণের দ্বারাই ক্ষালিত হইয়াছে।

এবিষয়ে "ছন্দোগপরিশিষ্ট"-কারও স্পষ্ট বলিয়াছেন—প্রধান ক্রিয়ার কোন দোষ ঘটিলে তাহার প্রতিকার আবশ্যক হয়, কিন্তু তাহার অঙ্গভূত অপ্রধান ক্রিয়ার দোষ ঘটিলে তাহাতে ক্রিয়াহানি হয় না—

প্রধানস্যাক্রিয়া যত্র সাঙ্গং তৎ ক্রিয়তে পুনঃ।
তদঙ্গস্যাক্রিয়ায়ান্তু নাবৃত্তির্ন চ তৎক্রিয়া ॥

বিশেষতঃ দ্বিজাতির পক্ষে পক্ব পিণ্ড দান প্রশস্ত হইলেও অপক্ব পিণ্ড-দান নিষিদ্ধ নহে, তাহা আমরা নান্দীশ্রাদ্ধ এবং গয়াকৃত্যে অপক্ব পিণ্ডের ব্যবস্থা হইতেই বুঝিতে পারি।

অশৌচাচার

বৈশ্যগণের ১৫ দিবসে অশৌচান্ত হয়; সুতরাং, উপবীত গ্রহণের পর সুবর্ণবণিক্‌গণ ১৫ দিন অশৌচপালন করিবেন।

বেদ নির্ণয়

উপনয়নকালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বেদাধিপতির বিচার করা আবশ্যক। চন্দ্রই যজুর্ব্বেদের অধিপতি। "দীপিকা" নামক জ্যোতিষগ্রন্থে উক্ত আছে—

ঋগ্বেধাধিপতির্জীবো যজুর্ব্বেদাধিপঃ সিতঃ।
সামবেদাধিপো ভৌমঃ শশিজোঽথর্ব্ববেদরাট্‌॥

এবং বৈশ্যবর্ণের বেদাধিপতি চন্দ্র, যথা—

ব্রাহ্মণে শুক্রবাগীশৌ ক্ষত্রিয়ে ভৌমভাস্করৌ।
চন্দ্রো বৈশ্যে বুধঃ শূদ্রে পতির্মন্দোঽন্ত্যজে জনে॥

ইহা দ্বারা বুঝা যায়, বৈশ্য সুবর্ণবণিক্‌গণের উপনয়নাদি সংস্কার যজুর্ব্বেদ মতেই হইবে।

আভ্যুদয়িক বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ

যে শ্রাদ্ধের দ্বারা নান্দীমুখ পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন—তাহাই নান্দীমুখ বা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

নান্দীমুখঃ পিতৃগণস্তেন শ্রাদ্ধেন পার্থিব।
প্রীয়তে তত্তু কর্ত্তব্যং পুরুষৈঃ সর্ব্ববৃদ্ধিষু॥

বৈদিক ক্রিয়াদির পূর্ব্বে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতেই হইবে। যথা কাত্যায়ন সংহিতায়—

অনিষ্ট্বা তু পিতৃন্ শ্রাদ্ধে ন কুর্য্যাৎ কর্ম্ম বৈদিকং।

পুনশ্চ—

কন্যাপুত্রবিবাহেষু প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা॥
সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী॥

অতএব বৈশ্য সুবর্ণবণিক্‌গণ যজুর্ব্বেদী মতে দশবিধ সংস্কারে প্রকৃত অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্ব্বেই এই নান্দীমুখ বা কর্ম্মের অভ্যুদয়ার্থ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বা শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করিবেন। ইহাই বিধি।

বিবাহে কুশণ্ডিকা

উপবীতী বৈশ্য সুবর্ণবণিক্ অবশ্য বিবাহকালে বা কন্যাপুত্রাদির বিবাহে যজুর্ব্বেদসম্মত কুশণ্ডিকাদি সমাপন করিবেন। ইহা বৈশ্যাচারের মধ্যে একটী অবশ্য কর্ত্তব্য বিধি।

দশবিধ সংস্কার

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।"

সুবর্ণবণিক্‌গণ বৈশ্যবর্ণ—অতএব দ্বিজ। ইঁহাদিগকে স্মৃত্যনুমোদিত দশবিধ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। যথা—১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন,

৩। সীমন্তোনয়ন, ৪। জাতকর্ম্ম, ৫। নামকরণ (কোন কোন স্মৃতির মতে) নিষ্ক্রামণ, ৬। অন্নপ্রাশন, ৭। চূড়াকরণ, ৮। উপনয়ন, ৯। সমাবর্ত্তন, ১০। বিবাহ। কর্ণবেধ ও চূড়াকরণের সহিত করিতে হইবে।

সুবর্ণবণিক্ বৈশ্যগণ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদিপূর্ব্বক যজুর্ব্বেদীয় মতে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া উপরি উক্ত সংস্কারগুলি সমাপন করিবে। বৈশ্যের দশবিধ সংস্কারের প্রত্যেকটীর মুখ্যকল্প ও গৌণকল্প কাল-পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

ব্রাত্য সুবর্ণবণিক্গণ সংস্কার গ্রহণের সময় নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন সংস্কার একই যজ্ঞে একই সময়ে পর পর সম্পন্ন করিবেন। ব্রাহ্মণেরও বর্ত্তমান কালে একত্র এই সকল সংস্কার সাধারণতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে। উপরিউক্ত অনুষ্ঠানগুলির মন্ত্র ও অনুষ্ঠানের বিধি দশবিধ সংস্কার পদ্ধতিতে এবং পুরোহিত-দর্পণাদি গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে; অনুসন্ধিৎসুগণ তাহা দেখিয়া লইতে পারেন। এস্থলে সেগুলি বিস্তারভাবে দিবার প্রয়োজন নাই।

চূড়াকরণ সংস্কার

চূড়াকরণ—উপনয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে বৈদিক সংস্কার। এই সংস্কারের জন্য ক্ষুর দিয়া মাথা একেবারে সম্পূর্ণ কামাইয়া ফেলিবার রীতি সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক ব্রাহ্মণের চূড়াকরণে মাথা মুড়াইতে হইবে এইরূপ শাস্ত্র বিধি আছে। কিন্তু অপর দুই দ্বিজের অর্থাৎ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে বাধ্যতামূলক নহে।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় গৌতম সংহিতার ১ম অধ্যায়োক্ত "মুণ্ড-জটিল-শিখা-জটাশ্চ" এই বাক্যের ব্যাখ্যা

অনুবাদ করিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ সর্ব্বমুণ্ডন করিবে, ক্ষত্রিয় মস্তকে জটা রাখিবে, বৈশ্য শিখা রাখিবে।" শিখা ধারণ করিবার ব্যবস্থা পরবর্ত্তী স্মৃতিতেও দেখা যায়। এইহেতু বৈশ্যোপনয়নে শিখা ধারণই অবশ্য কর্ত্তব্য বিধি। মুণ্ডিতমস্তক যে হইতেই হইবে বৈশ্যদের পক্ষে এরূপ বিধি নাই। চূড়াকরণ বিধিতে কেবল মাত্র তিনবার কেশচ্ছেদনের বিহিত মন্ত্র ও মাথার উপর ক্ষুরখানি ভ্রমণ করাইবার বিধি আছে। এমন কি চূড়াকরণ সংস্কারে ব্রাহ্মণ তনয়ের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন মন্ত্রাদি সহ সম্পন্ন হয় না বা তদ্রূপ কোন মন্ত্রও নাই। দর্ভপিঞ্জুলি সহ তিনবার কেশ চ্ছেদনেরই মন্ত্র প্রয়োগ আছে। শেষে নাপিত ব্রাহ্মণকুমারকে অমন্ত্রকই সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করাইয়া দেয়। বৈশ্যেরও মন্ত্রসহ বিধিনির্দ্দিষ্টভাবে তিনবার সকুশ কেশ ছেদন করিয়া শিখা রাখিলেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। শাস্ত্রে চৌল, চৌড়, চূড়াকরণ, চূড়াকার্য্য, কেশসংস্কার, কেশ বপন প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কুত্রাপি "মস্তকমুণ্ডন" এইরূপ বাক্য নাই। বপ্ অর্থে যখন ছেদন এবং মুণ্ডন দুই বুঝায় তখন কেশ-বপন অর্থে কেশছেদন এই অর্থ করাই সঙ্গত। কারণ, পূর্ব্ব উদ্ধৃত শাস্ত্র বাক্যের সহিত একবাক্যতা করিলে বৈশ্যের পক্ষে কেশ বপন অর্থে "কেশমুণ্ডন" এরূপ অর্থ হইতেই পারে না। তবে যদি কোন বৈশ্য সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করেন, তাহাতে আপত্তি হইবে না, এই পর্য্যন্ত।

গায়ত্রী

গায়ত্রী—দ্বিজগণের উপাস্য মন্ত্র। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—বৈশ্যগণের উপনয়ন—যজুর্ব্বেদীয় মতে হইবে। এক্ষণে দেখা যায়—ঋক্, যজুঃ, সাম—তিন বেদেই এক গায়ত্রী। যথা—

তৎ সবিতু র্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ঋক ৩।৬২।১০, সাম ২।৬।৩।১০।১

ও যজুঃ বাজসনেয় ৩।৩৫।২২।৯।

উপরোক্ত মন্ত্র সপ্রণব সব্যাহৃতি জপ করিতে হইবে। পরলোকগত কুঞ্জলাল ভূতি মহাশয় বৈশ্যের জাপ্য গায়ত্রী দিয়াছেন ও বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত "বৈশ্যসন্ধ্যা" নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত বৈষ্ণব গায়ত্রী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি।

তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।

কিন্তু ইহা তান্ত্রিকী গায়ত্রী, বৈদিকী নহে। বৈদিক উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে এই তান্ত্রিকী গায়ত্রী জাপ্য হইতে পারে না। ভূতি মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন—সুবর্ণবণিকগণ অনুপনীত অবস্থায় অনুকল্পভাবে এই গায়ত্রী জপ করিলে ক্রমশঃ উপনয়নের যোগ্য হইবেন এই মাত্র। উপনয়নকালে এবং তাহার পরে বৈদিক মন্ত্রই একমা ত্রিবর্ণের জাপ্য। যথা—"সর্ব্বেষাং বা সাবিত্রীতি।"—কাত্যায়ন।

স্ববৃত্তি অবলম্বন

সুবর্ণবণিক্ জাতির বৈশ্যত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, কেবল আচার অবলম্বন করিলেই চলিবে না। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বন করিতেই হইবে। যে দিন বাঙ্গালার বৈশ্যগণ রাজা বল্লাল কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইয়া নিজ আচার ও বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, সেদিন বাঙ্গলার ভারি দুর্দ্দিন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালী "লক্ষ্মীছাড়া" হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য বিদেশীর হস্তগত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বৈশ্যাচার অবলম্বনের সহিত সুবর্ণবণিক

জাতি ব্যবসা বাণিজ্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জাতীয় ধনবৃদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক বাঙ্গালার লুপ্ত ঐশ্বর্য্য ফিরাইয়া আনুন—বাণিজ্যলক্ষ্মী বাঙ্গালায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিতা হউন। আচারভ্রষ্ট হওয়াতেই সুবর্ণবণিক্‌গণ বৃত্তিভ্রষ্ট হইয়াছেন; বৈশ্যাচার অবলম্বনেই বৈশ্যবৃত্তি ফিরিয়া আসিবে।

পরিশিষ্ট (ক)

দশবিধ সংস্কারের কাল নির্ণয়

১। গর্ভাধান—গর্ভস্য স্পষ্টতাজ্ঞানে নিষেককর্ম্ম।—বিষ্ণু

২। পুংসবন—স্পন্দনাৎ পুরা পুংসবনম্।—ঐ

৩। সীমন্তোন্নয়ন—ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তোন্নয়নম্।—ঐ

৪। জাতকর্ম্ম—জাতে চ দারকে জাতকর্ম্ম।—ঐ

৫। নামকর্ম্ম—অশৌচব্যপগমে নামধেয়ম্। ঐ। নামধেয়ং দশম্যাস্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।—মনু

৬। অন্নপ্রাশন—ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনম্।—বিষ্ণু

৭। চূড়াকরণ—তৃতীয়েঽব্দে চূড়াকরণম্।—বিষ্ণু। চূড়াকর্ম্ম কুলোচিতম্।—ব্যাস। (চূড়াকরণের সহিত কর্ণবেধ সংস্কার করিবে)।

৮। উপনয়ন—মুখ্যকল্প—গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ।—মনু

৯। সমাবর্ত্তন—"গ্রহণান্তিকমেব বা" (মনু) অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারের অব্যবহিত পরেই সমাবর্ত্তন হইতে পারিবে, যদি মানবক গুরুকুলে যথানিয়মে বাস না করে।

১০। বিবাহ—সমাবর্ত্তনের পর যে কোন সময়ে হইতে পারে।

পরিশিষ্ট (খ)

উপনয়নের জন্য দ্রব্যাদির ফর্দ্দ

১। প্রায়শ্চিত্তের জন্য—ধান, তিল, স্বর্ণ, গোমূল্য বাবদ নব কার্যাপণ—অর্থাৎ আঢ্যপক্ষে ১।০, অসমর্থ পক্ষে ৵০।

২। বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের জন্য—কলাপাতা, কলার পেটো, গঙ্গামৃত্তিকা, তিল, যব, হরিতকী, শ্বেতসর্ষপ, দধি, মধু, চিনি, আতপচাউল ⁄২॥০, খুঁড়ের দাইল, বদরী, কাঁচকলা, কাঁটালীকলা, পান, সুপারী, পৈতা, গামছা ৩ খানা, বস্ত্র ২ খানা, গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা। ধূপ, দীপ, ফল-মূলাদি, মিষ্টান্ন, বাতাসা, বসুধারা, জোর ৩টা, ধুতি ১, শাড়ী ১, ভোজ্য।

৩। আচার্য্যের বস্ত্র, নাপিতের বস্ত্র। বরণাদি।

৪। গব্যঘৃত ⁄১।০, পট্টবস্ত্র, বরণডালা।

৫। বালি, উলুখড়, কুশ, সমিধ, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ, স্রুক্, স্রুব, চমসপাত্র, প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, বহ্নিস্থাপনের জন্য কাংস্যপাত্র, চরুস্থালী, কাঁচাদুধ, চিনি, পূর্ণপাত্র।

বৈশ্যের উপবীত—মেষলোম নির্ম্মিত (অভাবে কার্পাস সূত্রের সহিত মেষলোম বাঁধিয়া দিবে)। লৌহক্ষুর, বৃষ গোময়, কুলা, ধুচুনী। টোপর, অন্নভোজনের থালা, গেলাস, অলঙ্কার। কুশাসন। কর্ণবেধের জন্য—গুঁজি।

দণ্ড—উদুম্বড় (যজ্ঞডুমুর) নাসা পর্য্যন্ত লম্বা।

অজিন—ছাগচর্ম্ম।

মৌঞ্জীমেখলা—শণময়ী, কিম্বা উলুময়ী।

ব্রহ্মচারীর বস্ত্র—হরিদ্রারঞ্জিত।

ভিক্ষার ঝুলির জন্য—গামছা।

ভিক্ষামন্ত্র—ভিক্ষাং দেহি ভবন্ (ভবতি) ।

পরিশিষ্ট (গ)

বৈশ্য সন্ধ্যা

যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ

প্রথমে দুইবার আচমন করিয়া—

"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" এই মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করিবে।

অথ মার্জ্জনম্

নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে মস্তকে জল ক্ষেপণ করিবে।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥
ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তে হ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥
ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥
ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥

সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্ব মকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি প্রাতঃসন্ধ্যার সময় পাঠ করিবে।

ওঁ নত্বা তু পুণ্ডরীকাক্ষমুপাত্তাঘপ্রশান্তয়ে।
ব্রহ্মবর্চ্চসকামার্থং প্রাতঃ সন্ধ্যামুপাস্মহে॥ *

অথ প্রাণায়ামঃ

এই সমস্ত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে মস্তকে জলবেষ্টন করিবে।

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতি ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌বৃহতীপংক্তিত্রিষ্টুব্‌ জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুসূর্য্যবরুণবৃহস্পতীন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

অনন্তর দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা ধারণপূর্ব্বক বাম নাসা দ্বারা পূরক অর্থাৎ বায়ু আকর্ষণ করতঃ—

নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্।

ব্রহ্মা আমার নাভিদেশে আছেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে—ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎ সবিতু-

---

* এই মন্ত্রটি সকল পদ্ধতিতে নাই।

র্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্—পাঠ করিবে।

তৎপরে দক্ষিণ নাসিকা পূর্ব্ববৎ চাপিয়া রাখিয়া, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা বাম নাসিকা চাপিয়া শ্বাসরোধরূপ কুম্ভক করতঃ—

হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্।

বিষ্ণু আমার হৃদয়ে আছেন, এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্—পাঠ করিবে।

তদনন্তর দক্ষিণ নাসিকা হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলী পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বায়ুত্যাগরূপ রেচক করতঃ—

ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্।

মহেশ্বর আমার ললাটে আছেন এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্—পাঠ করিবে।

অথাচমনম্

প্রাতরাচমন মন্ত্রঃ

দক্ষিণ করে জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

সূর্য্যশ্চমেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদ্রাত্র্যা পাপমকারিষম্ মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।

মধ্যাহ্নাচমন মন্ত্রঃ

দক্ষিণ করে জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আচমন করিবে।

আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথিবী পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাম্। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।

সায়মাচমন মন্ত্রঃ

দক্ষিণ করে জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদহ্না পাপমকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃত যোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥

পুনর্মার্জ্জনম্

জলে গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিনবার মস্তকে জল প্রক্ষেপ করিবে।

আপো হি ষ্ঠেতি ঋক্ত্রয়স্য সিন্ধু দ্বীপ ঋষির্গায়ত্রীছন্দ আপোদেবতা আপোমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তে হ

নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥

অঘমর্ষণম্

অনন্তর এক গণ্ডূষ জল নাসিকাগ্রে স্পর্শ করাইয়া—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি মন্ত্রস্য অঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নিশ্বাস দ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ ভস্মীভূত পাপসমূহ নির্গত হইয়া জলগণ্ডূষে মিলিত হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিয়া উক্ত জল বামপার্শ্বে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। তিনবার অথবা একবার এইরূপ করিয়া, হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিবে।

অনন্তর প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে তিনবার গায়ত্রী পাঠ করিয়া জলদ্বারা তিনবার সূর্য্যকে জলাঞ্জলি দান করিবে। মধ্যাহ্নে একবার দিবে।

গায়ত্রী

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

অথ সূর্য্যোপস্থানম্

পাদাগ্রে ভার স্থাপনপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া বা বসিয়া, প্রাতঃকালে সূর্য্যাভিমুখে থাকিয়া, মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধে বাহু রাখিয়া এবং সায়ংকালে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্বঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্॥

চিত্রমিত্যস্য কৌৎস ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবীঅন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥

তচ্চক্ষুরিত্যস্য দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা পুরউষ্ণিকৃছন্দো মহাবীরাদ্যন্তয়োঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতং নদীনাঃ স্যামঃ শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতং॥

উদ্বয়মিত্যস্য প্রস্কণ্বঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সৌত্রামণ্যা-মবভৃথে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্বয়ং তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্। দেবং দেবত্রাঃ সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমং॥

সূর্য্য ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বয়ম্ভূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মির্ব্বর্চ্চোদা অসি বর্চ্চো মে দেহি। সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তে হিরণ্য-স্তুপাঙ্গিরা ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ন্দেবানামনাধৃষ্টং দেব যজনমসি॥

পরে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র পাঠ করিবে।

আয়াহীত্যস্য বিশ্বামিত্র ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥

তৎপরে অন্ততঃ ১০ বার গায়ত্রী জপ করিয়া জপ সমর্পণ ও প্রণাম করিবে।

ব্রহ্ম যজ্ঞ

ইহা জপের পর চতুর্ব্বেদের চারিটী মন্ত্র পাঠ করা উচিত ; তাহাতেই বেদপাঠের ফল হয়।

ঋক্—ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্।

যজু—ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বস্থ দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।

সাম—ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নি হোতা সৎসি বর্হিষি।

অথর্ব্ব—ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ।

বৈদিকী গায়ত্রী, সন্ধ্যা ও উপরোক্ত বেদমন্ত্র পাঠের পর যাঁহাদের গুরুকরণ হইয়াছে তাঁহারা গুরুমন্ত্র জপ ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবেন। প্রত্যহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি পাঠ করা বিধেয়।

পরিশিষ্ট (ঘ)

উপবীত গ্রন্থি দিবার মন্ত্র

যজুর্ব্বেদীয় যজ্ঞসূত্র নাভি পর্য্যন্ত হইবে।

যজ্ঞসূত্র তিনদণ্ডী হইবে। এক এক দণ্ডীতে তিন থাই সূতা থাকিবে।

মন্ত্র—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ শ্রী অমুকদেবভূতিঃ যজ্ঞোপবীতার্থং যজ্ঞসূত্রে-গ্রন্থিমহং করিষ্যে। এই বলিয়া গ্রন্থি দিয়া গায়ত্রী পড়িবে। তৎপরে—এতৎ যজ্ঞোপবীতার্থং যজ্ঞসূত্রং ওঁ বিষ্ণবে অর্পিতমস্তু। বলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া যজুর্ব্বেদী বৈশ্যগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন—

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং
বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্রং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং
যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥

পরিশিষ্ট (ঙ)

অধিকার

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য, বেদাদেশ প্রতিপালন, আতিথ্য ও বৈশ্যদেব—এইগুলি ইষ্ট বলিয়া কথিত। বাপী, কূপ, তড়াগ, উৎসর্গ, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, অন্নদান, উপবন নির্ম্মাণ,—এইগুলি পূর্ত্তকার্য্য। ইষ্ট ও

পূর্ত্তকার্য্য সমূহে বৈশ্য সুবর্ণবণিকের ব্রাহ্মণাদির ন্যায় অধিকার আছে। অত্রিঃ ৪৬।১ অঃ।

কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও কুসীদ বৈশ্যের বৃত্তি ও জীবিকা এবং দান, অধ্যয়ন ও যজন এই তিনটি বৈশ্যের পক্ষে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম।

পরিশিষ্ট (চ)

বিশেষ বিধি

১। সুবর্ণবণিক্‌গণ আচমনকালে দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণের ন্যায় করিয়া মাষকলাই মাত্র ডুবিতে পারে এই পরিমাণ জল তালু পর্য্যন্ত যাহাতে যায় এইরূপ ভাবে তিনবার পান করিবে।

"বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিশ্চ"—মনু॥

২। যজুর্ব্বেদী মতে তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিবে।

৩। যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবে।

৪। প্রতিদিন তিনবার গায়ত্রী জপ ও সন্ধ্যা উপাসনা করিবে।

৫। বেদ অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ করিবে না।

৬। অখাদ্য ভোজন, অবিক্রেয় বিক্রয়, মিথ্যাভাষণ ও মিথ্যাচরণ, দেব বা ব্রাহ্মণের নিন্দা ও দূষণীয় কার্য্য করিবে না।

৭। ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিবে।

৮। বিবাহে সগোত্র এবং সপিণ্ড বর্জ্জন করিবে।

৯। শুল্ক বিক্রয় করিবে না। অর্থাৎ পুত্র বিবাহে কন্যাপক্ষের নিকট হইতে পণ লইবে না।

১০। আহারকালে গণ্ডূষ করিবে ও পঞ্চ প্রাণের আহুতি দিবে। যথা—প্রাণায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা।

১১। বৈশ্যগণ অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় তিলক করিবে।

১২। মন্ত্রোচ্চারণ কালে নিজ নাম উল্লেখের পর "দাস" শব্দ পরিহার করিয়া "ভূতি" "গুপ্ত" বা "দেববণিক্" শব্দ প্রয়োগ করিবে।

১৩। পূজা, ব্রত, উপবাসাদির অনুষ্ঠান করিবে।

১৪। সকল কার্য্যে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ মান্য করিবে।

১৫। সর্ব্বদা দেশের ও দশের উপকার করিবে ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবে।

১৬। বৈশ্যের পক্ষে দৌহিত্রকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, সুতরাং উক্ত প্রথা অবশ্য বর্জ্জন করিবে।

পরিশিষ্ট (ছ)

সাবিত্রী দীক্ষার স্থান ও কাল নির্ণয়

গোশালা, দেবালয়, গুরুগৃহ, পুণ্যতীর্থ, নদীতীর ও নারায়ণ ক্ষেত্র— এই সকল স্থানে দীক্ষা হইবে।

ব্রাহ্মণের পক্ষে কাল, তিথি, নক্ষত্র, বার প্রভৃতি বিচার করিয়া উপনয়নের কাল নির্দ্দেশ করিতে হয়। পঞ্জিকায় যে উপনয়নের দিন দেওয়া থাকে, সেদিন ভিন্ন ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইবে না। অকালে, হরিশয়ন ও দক্ষিণায়নে ব্রাহ্মণের পক্ষে উপনয়ন নিষিদ্ধ, কিন্তু বৈশ্যের

পক্ষে নহে। বৈশ্যগণের বেদাধিপ চন্দ্র, সুতরাং বৈশ্যের দীক্ষার দিনে চন্দ্রশুদ্ধি বিচার করিতে হইবে। পঞ্জিকায় দীক্ষার দিন নির্দ্দিষ্ট আছে। ইতি ৭ই আশ্বিন সন ১৩৩৫ সাল।

স্বাক্ষর—

শ্রীগোকুলচাঁদ বড়াল
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
শ্রীহরিদাস নন্দী
শ্রীশ্যামলাল শীল
শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত
শ্রীনৃসিংহপদ দত্ত
সব-কমিটির সম্পাদক
১৮-১০-২৮

পণ্ডিতপ্রবর পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বিদ্যাবিনোদ

সঙ্কলিত

“বৈশ্যাচার পদ্ধতি”

অবলম্বনে পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজের উপনয়ন সব-কমিটির সিদ্ধান্ত।

—:o:—

সুবর্ণবণিক সমাজ
৮নং হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় লেন, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত।

—*—

সন ১৩৩৫ সাল।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের "উপনয়ন সবকমিটী"

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

বৈশ্যাচার পদ্ধতি

ভূমিকা

কিঞ্চিদূর্দ্ধ অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী অনুসন্ধান ও প্রমাণ সংগ্রহের ফলে বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্‌গণের বৈশ্যত্ব সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে বৈশ্যোচিত সংস্কারের প্রয়োজন। পরলোকগত কুঞ্জলাল ভূতি মহাশয় তদীয় "সুবর্ণবণিক্" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বৈশ্য-সুবর্ণবণিক্‌গণের স্বীয় আচারের পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য নিম্নলিখিত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—

১। বৈশ্যবর্ণোচিত অশৌচ কাল স্বীকরণ

২। উপনয়ন সংস্কার।

এইজন্য সুবর্ণবণিক্ সমাজকে ঐকমত্যসহকারে প্রস্তুত হইতে হইবে। শাস্ত্রমতে দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইতে হইবে। এই সকল বৈশ্যোচিত সংস্কার অনুষ্ঠানের সহায়তাকল্পে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণীত হইল।

দ্বিজাতিগণ শাস্ত্রবিহিত বয়সে উপনয়ন সংস্কারে দীক্ষিত না হইলে দোষগ্রস্ত হইয়া থাকেন। এই ব্রাত্য-পাতিত্য ক্ষালনার্থে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। যাঁহার শাস্ত্রোক্ত বয়সে উপনয়ন হয় নাই

এবং ঊর্দ্ধতন পুরুষগণেরও উপনয়ন হয় নাই, তিনি উপনীত হইয়া পাতিত্য-মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার জন্য আপস্তম্ব (১, ২, ৫) দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা দিয়াছেন ; এই দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের অনুকল্প ধেনুদান কিম্বা ধেনু-মূল্যদানের ব্যবস্থাও শাস্ত্রে বিহিত আছে। বৈশ্যগণ ২৪ বৎসর বয়সের ঊর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত অনুপনীত থাকিলে ব্রাত্য-পাতিত্য ঘটিয়া থাকে। বৈশ্য সুবর্ণবণিক্‌গণ একরূপ স্মরণাতীত কাল হইতে পিতৃপিতামহক্রমে উপনয়ন সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া অংশতঃ বৈশ্যাচার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহাদের উপনয়ন গ্রহণে শাস্ত্রজ্ঞ-সম্মত প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা অনুভূত হওয়ায় বহুদিন পূর্ব্বেই বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র সংগৃহীত হইয়াছে। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন—যে সকল সুবর্ণবণিক্ বাণিজ্যাদি নিজবৃত্তিতে অবস্থিত থাকিয়া বৈষ্ণবাচার পালনপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিতেছেন তাঁহাদের পাতিত্য ঘটে নাই, সুতরাং কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত কতিপয় শাস্ত্রদর্শী অধ্যাপকের ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"ভগবান্মনুরবদৎ, যদ্যতিদুস্তরং পাতকং স্যাদথবা দুষ্করং কিমপি কার্য্যং স্যাৎ, তথাপি তৎসিদ্ধৌ উপায়ঃ কেবলং তপ এব। তপসাঽসাধ্যং এতাদৃশং কিমপি কার্য্যং ন বর্ত্তত ইত্যতে। তথা চ মনুসংহিতায়ামেকাদশাধ্যায়ে শ্লোক ঃ—

যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
তৎ সর্ব্বং তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥ ইতি—

অপিচ। ইত্যেতত্তপসো দেবা মহাভাগ্যং প্রচক্ষতে।
সর্ব্বস্যাস্য প্রপশ্যন্তস্তপসঃ পুণ্যমুত্তমম্॥

চাতুর্ব্বর্ণ্য-তপস্যাবিভাগেন মনুরপেখাৎ, যথা—ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং, ক্ষত্রিয়স্য প্রজারক্ষণং, বৈশ্যস্য বাণিজ্যং, শূদ্রস্য দ্বিজসেবনমিতি।

ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥
যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাং শ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥

অতএব বণিগ্‌জনঃ সুবর্ণক্রয়বিক্রয়বৃত্তিত্যাগমকৃত্বা বংশাবলিপর্য্যন্ত সাধ্যবৃত্তিমধ্যে পুরুষানুক্রমেণ তৎপরিশ্রমে নিযুক্তো বর্ত্ততে। এবং যজ্ঞোপবীতধারণব্যতিরিক্তা সর্ব্বধর্ম্মদানধ্যানপরম্পরা সাম্প্রতমপি চাচল্য-তেত্তরাম্। বণিগ্‌জনস্য তপোবলবদ্বিধায় ব্রতাদিঃ সর্ব্বদোষতো বিনির্ম্মুক্ত এব। কিঞ্চ তদ্ধেতুত্বাৎ বণিনং প্রতি মুনিনোক্তং যথা—

যজ্ঞাধ্যয়নদানানি কুর্য্যান্নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
পিতৃকার্য্যপরশ্চৈব নরসিংহার্চ্চনাপরঃ॥ ইতি—

এতদ্বচনপ্রামাণ্যেন বৈশ্যবর্ণো জন্মাবধি শ্রীনৃসিংহদেবস্য অর্থাৎ—বিষ্ণোরবতারান্তরস্য মন্ত্রোপাসকঃ সর্ব্বজনগোচরোঽস্তি। সুবর্ণবণিগ্‌বর্গ-মধ্যে সর্ব্বপুরুষানুক্রমেণ পরমভাগবতো মহাত্মগোস্বামিদত্তবিষ্ণুমন্ত্রো-পাসকঃ হরিভক্তিপরায়ণ বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়শ্চ। সুতরাং বিষ্ণু-মন্ত্রজপো হরিসংকীর্ত্তনঞ্চৈতেষাং দিবানিশমনিশম্ভবতি। হরিনামাঽপি মহৎ প্রায়শ্চিত্তং প্রায়শ্চিত্তবর্গাণাং যথা—

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াঽপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকম্॥

ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত বচনং প্রমাণং। তথা—

নাম্নোঽস্য যাদৃশী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥

ইতি বচনঞ্চ। তন্মধ্যে নিত্যমনেক কার্য্যমস্তি। যথা—মহাভারতে অজামিলোপাখ্যানে তথা শ্রীমদ্ভাগবতেঽপি সুস্পষ্টং প্রমাণম্। যদ্যেকবারং ভগবন্নামোচ্চারণেন তচ্ছ্রবণেন কিংবা ভগবদ্ভক্তচরণগ্রহণেন মহাগর্হিতাঽসংখ্যাতিশয়-পাতকাদিনাশ-প্রকারেণাঽধম-জনৈরনায়াসেন মোক্ষলাভঃ ক্রিয়তে স্ম। কেবলমনুপনীতত্বেন ব্রাত্যরূপো যো দোষঃ, অথাঽন্যৎ কিঞ্চন প্রকারং পাতকম্ উপযুক্ত বিষ্ণূপাসকগণস্য স্পর্শকরণে নহি সাবকাশো ভবেদিতি। অতএব তৎসর্ব্ববংশাবল্যাঃ ক্রমেণাবিচ্ছেদেন পরম-মঙ্গল-স্বরূপ-ভগবচ্ছ্রীবিষ্ণোর্ণাম্নোঽহরহঃ স্মরণকীর্ত্তনমতিপবিত্রং সর্ব্বপাপনাশকারণং প্রবলমস্তি, নাঽত্র সংশয়ঃ।

এতৎসমস্তকারণতো বিষ্ণুপাসকো যো বণিক্‌বর্গ স্তস্যোপরি ব্রাত্য-প্রভৃতি কিমপি পাতকং নাঽধিকরোতীতি তস্য নিত্যকর্ম্ম বিষ্ণুস্মরণা-র্চ্চনাদি কৃত্বোপনয়নং কর্ত্তব্যমিতি সমস্ত বিদ্বজ্জনসম্মতিরস্তিতি।”

(শ্রীরামঃ শরণং) (ওঁ)

শ্রীমধুসূদন দেবশর্ম্মাণাম্ (স্মৃতিরত্ন) শ্রীতারিণীপ্রসাদ শর্ম্মণাম্

শ্রীচন্দ্রমোহন শর্ম্মণাম্ (ন্যায়ালঙ্কার) (তর্কবাচস্পতি)

বিক্রমপুর নিবাসিনাম্। বিক্রমপুর নিবাসিনাম্।

(শ্রীবিশ্বেশ্বরো জয়তি) (শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্)

শ্রীভবশঙ্কর শর্ম্মণাম্ (বিদ্যারত্ন) শ্রীসর্ব্বানন্দ শর্ম্মণাম্ (ন্যায়বাগীশ)

উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্রে দেখা যাইতেছে স্মৃতিতে অবস্থিত বৈষ্ণবগণের ব্রাত্যতাদোষ খণ্ডনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত অনাবশ্যক। কিন্তু যদি কাহারও স্মৃতি পালনে কিংবা যথারীতি বিষ্ণুমন্ত্র জপে ত্রুটী হইয়া থাকে এই আশঙ্কায় “অধিকন্তু ন দোষায়” এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক সুবর্ণবণিকের পক্ষেই সংস্কারের পূর্ব্বে আপস্তম্বোক্ত ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে স্বল্পায়ু জীবের পক্ষে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক

শঙ্খ ও তল্লিখিত সংহিতায় গোমূল্য এক কাহন কড়ি ধরা হইয়াছে, যথা—"গোমূল্যং কার্ষাপণ একঃ"। অতএব তিনটী গোমূল্য তিন কাহন কড়ি হইতেছে। এ হিসাবে বর্ত্তমান মূল্যানুসারে তিন কাহন কড়ির মূল্য স্থান বিশেষে ৷৶৹ আনা হইতে ১৷৹ টাকা পর্য্যন্ত।

ব্রহ্মচর্য্য পালনের সামর্থ্য না থাকায় শাস্ত্রনির্দ্দেশ অনুসারে উক্ত ব্রতের অনুকল্প পয়স্বিনী ধেনুদান কিংবা তাহার যথাযথ মূল্য দান অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধেনুমূল্য দান করিলে চলিবে। একটি ধেনুর মূল্য ধনীর পক্ষে ৫ কাহন, মধ্যবিত্তের পক্ষে ৩ কাহন এবং নিঃস্বের পক্ষে এক কাহন।

সুবর্ণবণিকগণের ব্রাত্যতা অনিচ্ছাকৃত, সুতরাং শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই ইঁহাদিগের ব্রাত্যতা দোষ খণ্ডিত হইবে। অঙ্গিরা বলিয়াছেন—"স্যাত্বকামকৃতে যত্তু দ্বিগুণং বুদ্ধিপূর্ব্বকে"—অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত পাপে যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ইচ্ছাকৃত পাপে তাহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন—"অকামতঃ কৃতং পাপং বেদভ্যাসেন শুধ্যতি"—অনিচ্ছাকৃত পাপ বেদপাঠ অর্থাৎ গায়ত্রী উচ্চারণে ক্ষালিত হয়। এই সকল বচন দ্বারা ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে অনিচ্ছাকৃত পাপ অতি লঘু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষালিত হয়। ব্যক্তি বিশেষের অত্যাচারের ফলে সুবর্ণবণিকগণ অনিচ্ছায় ব্রাত্য হইয়াছেন—সুতরাং উহা দেশকালাদি-বিপ্লবজনিত পাতিত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং তাহা হইলে "মৎস্য-সূক্ত" ধৃত বচন অনুসারে—

"সাবিত্রী পতিতা যেষাং দেশকালাদিবিপ্লবাৎ।
চান্দ্রায়ণং চরেদ্ যস্তু ব্রতান্তে ধেনুমুৎসৃজেৎ॥"

একটি চান্দ্রায়ণ ব্রত ও একটি ধেনুদান করিলেই সুবর্ণবণিকগণের ব্রাত্যতা খণ্ডিত হইবে। চান্দ্রায়ণের অনুষ্ঠানে অপারগ হইলে তাহার অনুকল্প তিনটি ধেনুদান করিতে হয়, সুতরাং দেশকালাদিবিপ্লবে অনিচ্ছায় ব্রাত্যতাগ্রস্ত সুবর্ণবণিকগণ মোটের উপর চারিটি ধেনু কিংবা তন্মূল্য (৪ × ৩) ১২ কাহন কড়ি কিংবা তন্মূল্য দান করিলে ব্রাত্যতা মুক্ত হইবেন। এ বিষয়ে নিম্নে একখানি ব্যবস্থাপত্র উদ্ধৃত হইতেছে।

"বৈশ্যবর্ণানাং চতুর্ব্বিংশতি-বর্ষ-পর্য্যন্ত-মনুকল্পোপনয়নকালং মন্বাদিশাস্ত্রে বিহিতম্। অতঃ ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ব্রাত্যাঃ ভবন্তি। ব্রাত্যানাং

ব্রাত্যস্তোমৌদ্দালিকপ্রাজাপত্যচান্দ্রায়ণাদিরূপং প্রায়শ্চিত্তং বিহিতং। যথা নির্ণয়সিন্ধৌ—

লুপ্তকর্ম্মণি সর্ব্বত্র প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
প্রায়শ্চিত্তে কৃতে পশ্চাল্লুপ্তং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥

ইতি প্রায়শ্চিত্তস্য প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বত্র। ব্রাত্যস্তোমৌদ্দালিক-প্রাজাপত্য-চান্দ্রায়ণাদয়স্তু গুরুপ্রায়শ্চিত্তং কামকৃতব্রাত্যতাদোষক্ষালনায় জ্ঞাতব্যম্। সুবর্ণবণিজান্তু অনুপনয়নং বল্লালকৃতমকামজং পাপং সুবিদিত মস্তি। তৎক্ষালনায় লঘু প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যম্। যথাহ মনুঃ—

অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ।
কামকারকৃতেঽপ্যাহুরেকে শ্রুতিনিদর্শনাৎ॥ মনু ১১ অঃ ৪৫

অপিচ—

অকামতঃ কৃতং পাপং বেদাভ্যাসেন শুধ্যতি।
কামতস্তু কৃতং মোহাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ॥ মনু ১১ অঃ ৪৬

পুনশ্চ— সাবিত্রীঞ্চ জপেন্নিত্যং পবিত্রাণি চ শক্তিতঃ।
সর্ব্বেষ্বেব ব্রতেষ্বেবং প্রায়শ্চিত্তার্থমাদৃতঃ॥ মনু ১১ অঃ ২২৬

অতএব ব্রাত্যতারূপোপপাতকনাশায় সর্ব্বেষু ব্রতেষু চান্দ্রায়ণাদিষু অপি সাবিত্রীজপঃ বিধেয়ঃ অঘমর্ষণমন্ত্রাদিপাঠশ্চ। যথাহ বিষ্ণুঃ—

যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্ব্বপাপাপনোদনঃ।
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥

উপবাসশ্চ প্রায়শ্চিত্তার্থং কল্পিতঃ যথা—

স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্তমভোজনম্।

ইতি—মনু ১১ অঃ ২০৪

ততঃ প্রকৃতকর্ম্ম। বল্লালশাসনসময়ে দেশমধ্যে মহাবিপ্লবঃ সমুৎপাদিতঃ ইত্যেব প্রামাণ্যং। দেশকালাদিবিপ্লবাৎ সুবর্ণবণিজাং সাবিত্রী-

পাতিত্যং বিঘটিতম্—তত্তেষাং চান্দ্রায়ণং ধেনুদানঞ্চ প্রায়শ্চিত্তার্থং কল্পিতং—

যথা মৎস্যসূক্তে প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে—

সাবিত্রী পতিতা যেষাং দেশকালাদিবিপ্লবাৎ।

চান্দ্রায়ণং চরেৎ যস্তু ব্রতান্তে ধেনুমুৎসৃজেৎ॥ ইতি

চান্দ্রায়ণাশক্তৌ ধেনুত্রয়ং, তন্মূল্যং নব কার্ষাপনাঃ বা দেয়াঃ। তিলধান্যকাঞ্চনান্যপি ব্রাহ্মণেভ্যো দাতব্যানীতি। সর্ব্বত্র শ্রীহরিনামানুকীর্ত্তনং মহৎ প্রায়শ্চিত্তং বাহুল্যেন প্রকাশিতং। পূর্ব্বোক্তপ্রকারং প্রায়শ্চিত্তং বৃত্তোপনয়নং সুবর্ণবণিজাং কর্ত্তব্যমিতি বিদুষাং পরামর্শঃ ইতি

(শ্রীহরিঃ শরণং) কাব্যসাংখ্যতীর্থ বিদ্যাভূষণোপাধিক

শ্রীবলাইচাঁদ দেবশর্ম্মণাম্ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীঅমৃতলাল-

ব্যাকরণশাস্ত্রিণাম্

এখানে আর একটি বিষয় বলা আবশ্যক। আপস্তম্ব যে স্থলে ব্রাত্যতা খণ্ডনের প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়াছেন সে স্থলে যদিও প্রপিতামহের অনুপনয়নজনিত ব্রাত্যতা পর্য্যন্তই উল্লিখিত হইয়াছে তথাপি আরও ঊর্দ্ধতন পুরুষগণও যে সে স্থলে বিবক্ষিত তাহা বুঝা যায়। সেই জন্যই আপস্তম্বের ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "মদনরত্ন" নামক স্মৃতিগ্রন্থেও এইরূপ মত গৃহীত দেখা যায়। সুতরাং স্মরণাতীত কাল হইতে অনুপনয়নজনিত ব্রাত্যতা দোষও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা খণ্ডিত হইবে ইহাই শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত।

প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান

অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথি এবং শনি ও মঙ্গলবার ব্যতীত যে কোন দিন ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান হইতে পারে। প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বদিনে

মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক সংযত চিত্তে উপবাসী থাকিতে হয়। উপবাসে অশক্ত হইলে পরদিন প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বে ৵০ আনা উৎসর্গ করিতে হয় এবং মস্তক মুণ্ডন না করিলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে অর্থাৎ পূর্ব্ববিহিত চারিটি ধেনু মূল্যের দ্বিগুণ দান করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের পর গরুকে একমুষ্টি ঘাস খাওয়াইয়া একটি পার্ব্বণশ্রাদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ ভোজন কর্ত্তব্য।

ইহার পর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিবে।

উপবীত সমস্যা

"সুবর্ণবণিক্ সমাচারে" বিগত ১৩৩১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় "সুবর্ণবণিক্‌গণের উপনয়ন সংস্কার" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রীয় ও আধুনিক ব্যবহারগত প্রমাণাদির দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে —বৈশ্য জাতির উপনয়ন সংস্কারে ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিকার আছে। অনুসন্ধিৎসুগণ ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ সুবর্ণবণিক্ জাতির জন্মগত অধিকার। এই অধিকার পাইবার জন্য স্বীয় ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃসাধন উদ্দেশ্যে যজ্ঞোপবীত ধারণ নিতান্ত প্রয়োজন। জন্মগত অধিকার ত্যাগ করিলে ধর্ম্মহানি হয়।

বর্ত্তমান উপনয়ন আন্দোলনে সমস্ত সুবর্ণবণিক্ জাতিকে একমত করিয়া সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির অনুমোদন সহকারে একযোগে একদিনে উপনীত হইবার জন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করেন। এরূপ করিলে সব গোল চুকিয়া যায়। কিন্তু একটা জাতির সমবেত সংস্কার যে একদিনে হয় না—বা হইতেও পারে না—ইহা উক্তরূপ প্রস্তাবকারিগণ বিলক্ষণ বুঝেন। ঐরূপ করা একটা ওজর মাত্র। সৎসাহসের অভাবে যাঁহারা ঐ ওজরের আশ্রয়ে থাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চান, তাঁহাদের বুদ্ধির

প্রশংসা করা যায় না। একটা জাতির সংস্কার অল্পে অল্পে হইবে—এবং ইহার জন্য দু দশ বছর লাগিবে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। আনন্দের বিষয়, আজ প্রায় ৫০।৬০ বৎসর বৈশ্যত্বের আন্দোলনে এই এতদিনে সুবর্ণবণিক্ জাতি সংস্কার গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছেন। এক্ষেত্রে হয় ত এক সংসারের মধ্যে পিতা উপবীত গ্রহণ করিবেন, পুত্র করিবেন না—এক ভ্রাতা লইবেন—অন্য ভ্রাতারা লইবেন না। এই প্রকার কিছু কিছু বিপ্লব ঘটিবেই। ইহাতে ধৈর্য্যহীন হইলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে—একদিনে একটা জাতির পূর্ণ সংস্কার হয় না।

এইরূপ বিপ্লবে ওজরকারিগণ স্বতঃই দুইটি প্রশ্ন করিবেন—

১। উপবীতিগণ অনুপবীতির সহিত আহারাদি করিবেন কি না?

২। উপবীতী ও অনুপবীতী জ্ঞাতি বা স্বজনগণের অশৌচ ব্যবস্থা কি হইবে?

সংক্ষেপে ইহার উত্তর দেওয়া গেল—

১। উপবীতিগণ অনুপবীতির সহিত আহারাদি বা সামাজিক সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ রাখিবেন। কারণ সুবর্ণবণিক্ জাতিতে বৈশ্য—উপবীতিগণের জন্মগত ও সংস্কারগত বৈশ্যত্ব জন্মিয়াছে—অনুপবীতিগণের সংস্কারগত না হইলেও জন্মগত বৈশ্যত্ব বজায় আছে। অবশ্য উপবীতিগণ অনুপবীতির সহিত আহারাদি ও সামাজিক সম্বন্ধ করিলে ব্রাত্যসম্পর্ক দোষে পতিত হইবেন। কিন্তু সেই দোষ হইতে উপবীতিগণ একমাত্র গায়ত্রী জপ দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাণ পাইবেন। যথা ব্যাস বলিয়াছেন—

প্রতিগ্রহান্নদোষাচ্চ পাতকাদুপপাতকাৎ।
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাদ্গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ॥

২। উপবীতিগণ অবশ্য ১৫ দিবসে অশৌচান্ত করিবেন। অনুপবীতি বৈশ্যগণ ৩০ দিনে অশৌচ পালন করেন। অনুপবীতিগণ পঞ্চদশ দিবসেও অশৌচান্ত করিতে পারেন। কারণ বৈশ্যগণের ইহাতে

জন্মগত অধিকার আছে। এমত অবস্থায় সমবেত সংস্কারের সৌকর্য্যার্থে যদি উপবীতিকে একই সংসারের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া কখনও ৩০ দিনে অশৌচান্ত করিতে বাধ্য হইতে হয়, তবে তিনি নাপিতকে মাত্র স্পর্শ করিয়া পঞ্চদশ দিবসে ভোজ্যোৎসর্গ সম্পন্ন করিয়া জ্ঞাতি বা স্বজনের মতানুসারে ক্ষৌরকার্য্যাদি অন্যান্য অনুষ্ঠান ৩০ দিনে সমাপন করিবেন। অবশ্য এইরূপ শূদ্রবৎ আচরণে তাঁহার আপাততঃ যে পাপ হইবে তৎ-ক্ষালনের জন্য পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রে নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। অর্থাৎ শ্রাদ্ধ দিবসে তিল ধান্য কাঞ্চনসহ গোমূল্য উৎসর্গ করিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে উপবীতির এক সংসারে অবস্থান হেতু অশৌচান্ন গ্রহণের দোষ হইবে। অশৌচান্নগমে প্রায়শ্চিত্ত করিবে—দ্বিজগণ অশৌচবিশিষ্ট স্ববর্ণের অন্ন ভোজন করিলে নদীতে অবগাহনপূর্ব্বক তিনবার অঘমর্ষণ করিবেন, অষ্টোত্তর সহস্র অর্থাৎ ১০০৮ বার গায়ত্রী জপ করিবেন—(বিষ্ণু ২২ অঃ ৮, ৯)।

মাসাদ্য তন্নিমগ্ন স্ত্রিরঘমর্ষণং।

এইরূপ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত। ইহাতে জ্ঞাতি বা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ হইবে না ও অতি অল্পকালের মধ্যে সমগ্র সুবর্ণবণিক্ জাতির পূর্ণাঙ্গ সংস্কার সাধিত হইবে।

বিবাহিত ব্যক্তির উপনয়ন

বিবাহিত ব্যক্তিও উপনয়নযোগ্য। সত্য বটে, উপনয়নের পর বিবাহ সংস্কার—ইহাই শাস্ত্রবিহিত ক্রম। কিন্তু উপনয়নের ন্যায় একটি প্রধান সংস্কার লোপ করিয়া পতিত হইয়া থাকা অপেক্ষা সংস্কারদ্বয়ের ক্রমভঙ্গ-জনিত লঘুতর প্রত্যবায়ের ভাজন হওয়া শতগুণে শ্রেয়ঃ। বিবাহের পর উপনীত ব্যক্তির উপনয়ন সংস্কারের পূর্ব্বে যে সকল পুত্র জন্মগ্রহণ

করিয়াছে, তাহাদিগকে সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রায়শ্চিত্তানন্তর উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইবে। পিতার উপনয়নের পর যে সকল পুত্র হইবে তাহারা ২৪ বৎসর বয়সের মধ্যে উপনয়ন গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা থাকিবে না।

বিবাহিত ব্যক্তি উপনয়ন গ্রহণ করিলে তাঁহার স্ত্রী কি শূদ্রা থাকিবেন? এ সম্বন্ধে স্মৃতিকার এক কথায় মীমাংসা করিয়াছেন। স্ত্রীগণের কোনরূপ সংস্কার নাই, বিবাহই তাহাদের একমাত্র সংস্কার। "বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃত" (মনু)। বিবাহের পর স্ত্রীগণের "ভর্ত্তুঃ সমানব্রতচারিত্বং" (বিষ্ণু) হইবে এবং সর্ব্বকর্ম্মে অস্বতন্ত্রতা হইবে। সুতরাং স্বামীর উপনয়ন সংস্কারের দ্বারাই স্ত্রীগণ সংস্কৃত হইবেন—ইহাই বিধি।

উপনয়নের পর শ্রাদ্ধে পক্ক পিণ্ড প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তনের ফলে বহু-কালাবধি পুরুষপরম্পরায় পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অপক্ক পিণ্ড লুপ্ত হইবে না এবং পূর্ব্বে "দাস" উপাধি উল্লেখে যে সকল ক্রিয়া হইয়াছে তাহাও (এখন বৈশ্যোচিত উপাধিগ্রহণের ফলে) পণ্ড হইবে না। কারণ উহাতে যে অঙ্গদোষ হইয়াছে তাহা প্রত্যেক কর্ম্মের অন্তে অনুষ্ঠিত অচ্ছিদ্রাবধারণ এবং বৈগুণ্যপ্রতিকারার্থ বিষ্ণুস্মরণের দ্বারাই ক্ষালিত হইয়াছে।

এবিষয়ে "ছন্দোগপরিশিষ্ট"-কারও স্পষ্ট বলিয়াছেন—প্রধান ক্রিয়ার কোন দোষ ঘটিলে তাহার প্রতিকার আবশ্যক হয়, কিন্তু তাহার অঙ্গভূত অপ্রধান ক্রিয়ার দোষ ঘটিলে তাহাতে ক্রিয়াহানি হয় না—

প্রধানস্যাক্রিয়া যত্র সাঙ্গং তৎ ক্রিয়তে পুনঃ।
তদঙ্গস্যাক্রিয়ায়ান্তু নাবৃত্তির্ন চ তৎক্রিয়া॥

বিশেষতঃ দ্বিজাতির পক্ষে পক্ক পিণ্ড দান প্রশস্ত হইলেও অপক্ক পিণ্ড-দান নিষিদ্ধ নহে, তাহা আমরা নান্দীশ্রাদ্ধ এবং গয়াকৃত্যে অপক্ক পিণ্ডের ব্যবস্থা হইতেই বুঝিতে পারি।

অশৌচাচার

বৈশ্যগণের ১৫ দিবসে অশৌচান্ত হয়; সুতরাং, উপবীত গ্রহণের পর সুবর্ণবণিকগণ ১৫ দিন অশৌচপালন করিবেন।

বেদ নির্ণয

উপনয়নকালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বেদাধিপতির বিচার করা আবশ্যক। চন্দ্রই যজুর্ব্বেদের অধিপতি। "দীপিকা" নামক জ্যোতিষগ্রন্থে উক্ত আছে—

> ঋগ্বেধাধিপতির্জীবো যজুর্ব্বেদাধিপঃ সিতঃ।
> সামবেদাধিপো ভৌমঃ শশিজোঽথর্ব্ববেদরাট্ ॥

এবং বৈশ্যবর্ণের বেদাধিপতি চন্দ্র, যথা—

> ব্রাহ্মণে শুক্রবাগীশৌ ক্ষত্রিয়ে ভৌমভাস্করৌ।
> চন্দ্রো বৈশ্যে বুধঃ শূদ্রে পতির্মন্দোঽন্ত্যজে জনে ॥

ইহা দ্বারা বুঝা যায়, বৈশ্য সুবর্ণবণিকগণের উপনয়নাদি সংস্কার যজুর্ব্বেদ মতেই হইবে।

আভ্যুদয়িক বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ

যে শ্রাদ্ধের দ্বারা নান্দীমুখ পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন—তাহাই নান্দীমুখ বা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

নান্দীমুখঃ পিতৃগণস্তেন শ্রাদ্ধেন পার্থিব।
প্রীয়তে তত্তু কর্ত্তব্যং পুরুষৈঃ সর্ব্ববৃদ্ধিষু॥

বৈদিক ক্রিয়াদির পূর্ব্বে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতেই হইবে। যথা কাত্যায়ন সংহিতায়—

অনিষ্ট্বা তু পিতৃন্ শ্রাদ্ধে ন কুর্য্যাৎ কর্ম্ম বৈদিকং।

পুনশ্চ—

কন্যাপুত্রবিবাহেষু প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা॥
সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী॥

অতএব বৈশ্য সুবর্ণবণিক্‌গণ যজুর্ব্বেদী মতে দশবিধ সংস্কারে প্রকৃত অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্ব্বেই এই নান্দীমুখ বা কর্ম্মের অভ্যুদয়ার্থ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বা শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করিবেন। ইহাই বিধি।

বিবাহে কুশণ্ডিকা

উপবীতী বৈশ্য সুবর্ণবণিক্ অবশ্য বিবাহকালে বা কন্যাপুত্রাদির বিবাহে যজুর্ব্বেদসম্মত কুশণ্ডিকাদি সমাপন করিবেন। ইহা বৈশ্যাচারের মধ্যে একটী অবশ্য কর্ত্তব্য বিধি।

দশবিধ সংস্কার

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।"

সুবর্ণবণিক্‌গণ বৈশ্যবর্ণ—অতএব দ্বিজ। ইঁহাদিগকে স্মৃত্যনুমোদিত দশবিধ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। যথা—১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন,

৩। সীমন্তোনয়ন, ৪। জাতকর্ম্ম, ৫। নামকরণ (কোন কোন স্মৃতির মতে) নিষ্ক্রামণ, ৬। অন্নপ্রাশন, ৭। চূড়াকরণ, ৮। উপনয়ন, ৯। সমাবর্ত্তন, ১০। বিবাহ। কর্ণবেধ ও চূড়াকরণের সহিত করিতে হইবে।

সুবর্ণবণিক্ বৈশ্যগণ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদিপূর্ব্বক যজুর্ব্বেদীয় মতে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া উপরি উক্ত সংস্কারগুলি সমাপন করিবে। বৈশ্যের দশবিধ সংস্কারের প্রত্যেকটীর মুখ্যকল্প ও গৌণকল্প কাল-পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

ব্রাত্য সুবর্ণবণিক্‌গণ সংস্কার গ্রহণের সময় নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন সংস্কার একই যজ্ঞে একই সময়ে পর পর সম্পন্ন করিবেন। ব্রাহ্মণেরও বর্ত্তমান কালে একত্র এই সকল সংস্কার সাধারণতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে। উপরিউক্ত অনুষ্ঠানগুলির মন্ত্র ও অনুষ্ঠানের বিধি দশবিধ সংস্কার পদ্ধতিতে এবং পুরোহিত-দর্পণাদি গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে; অনুসন্ধিৎসুগণ তাহা দেখিয়া লইতে পারেন। এস্থলে সেগুলি বিস্তারভাবে দিবার প্রয়োজন নাই।

চূড়াকরণ সংস্কার

চূড়াকরণ—উপনয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে বৈদিক সংস্কার। এই সংস্কারের জন্য ক্ষুর দিয়া মাথা একেবারে সম্পূর্ণ কামাইয়া ফেলিবার রীতি সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক ব্রাহ্মণের চূড়াকরণে মাথা মুড়াইতে হইবে এইরূপ শাস্ত্র বিধি আছে। কিন্তু অপর দুই দ্বিজের অর্থাৎ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে বাধ্যতামূলক নহে।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় গৌতম সংহিতার ১ম অধ্যায়োক্ত "মুণ্ড-জটিল-শিখা-জটাশ্চ" এই বাক্যের বাঙ্গালা

অনুবাদ করিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ সর্ব্বমুণ্ডন করিবে, ক্ষত্রিয় মস্তকে জটা রাখিবে, বৈশ্য শিখা রাখিবে।" শিখা ধারণ করিবার ব্যবস্থা পরবর্ত্তী স্মৃতিতেও দেখা যায়। এইহেতু বৈশ্যোপনয়নে শিখা ধারণই অবশ্য কর্ত্তব্য বিধি। মুণ্ডিতমস্তক যে হইতেই হইবে বৈশ্যদের পক্ষে এরূপ বিধি নাই। চূড়াকরণ বিধিতে কেবল মাত্র তিনবার কেশচ্ছেদনের বিহিত মন্ত্র ও মাথার উপর ক্ষুরখানি ভ্রমণ করাইবার বিধি আছে। এমন কি চূড়াকরণ সংস্কারে ব্রাহ্মণ তনয়ের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন মন্ত্রাদি সহ সম্পন্ন হয় না বা তদ্রূপ কোন মন্ত্রও নাই। দর্ভপিঞ্জুলি সহ তিনবার কেশ চ্ছেদনেরই মন্ত্র প্রয়োগ আছে। শেষে নাপিত ব্রাহ্মণকুমারকে অমন্ত্রকই সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করাইয়া দেয়। বৈশ্যেরও মন্ত্রসহ বিধিনির্দ্দিষ্টভাবে তিনবার সকুশ কেশ ছেদন করিয়া শিখা রাখিলেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। শাস্ত্রে চৌল, চৌড়, চূড়াকরণ, চূড়াকার্য্য, কেশসংস্কার, কেশ বপন প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কুত্রাপি "মস্তকমুণ্ডন" এইরূপ বাক্য নাই। বপ্ অর্থে যখন ছেদন এবং মুণ্ডন দুই বুঝায় তখন কেশ-বপন অর্থে কেশছেদন এই অর্থ করাই সঙ্গত। কারণ, পূর্ব্ব উদ্ধৃত শাস্ত্র বাক্যের সহিত একবাক্যতা করিলে বৈশ্যের পক্ষে কেশ বপন অর্থে "কেশমুণ্ডন" এরূপ অর্থ হইতেই পারে না। তবে যদি কোন বৈশ্য সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করেন, তাহাতে আপত্তি হইবে না, এই পর্য্যন্ত।

গায়ত্রী

গায়ত্রী—দ্বিজগণের উপাস্য মন্ত্র। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—বৈশ্য-গণের উপনয়ন—যজুর্ব্বেদীয় মতে হইবে। এক্ষণে দেখা যায়—ঋক, যজুঃ, সাম—তিন বেদেই এক গায়ত্রী। যথা—

তৎ সবিতু র্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ঋক ৩।৬২।১০, সাম ২।৬।৩।১০।১

ও যজুঃ বাজসনেয় ৩।৩৫।২২।৯।

উপরোক্ত মন্ত্র সপ্রণব সব্যাহৃতি জপ করিতে হইবে। পরলোকগত কুঞ্জলাল ভূতি মহাশয় বৈশ্যের জাপ্য গায়ত্রী দিয়াছেন ও বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত "বৈশ্যসন্ধ্যা" নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত বৈষ্ণব গায়ত্রী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি।

তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।

কিন্তু ইহা তান্ত্রিকী গায়ত্রী, বৈদিকী নহে। বৈদিক উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে এই তান্ত্রিকী গায়ত্রী জাপ্য হইতে পারে না। ভূতি মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন—সুবর্ণবণিকগণ অনুপনীত অবস্থায় অনুকল্পভাবে এই গায়ত্রী জপ করিলে ক্রমশঃ উপনয়নের যোগ্য হইবেন এই মাত্র। উপনয়নকালে এবং তাহার পরে বৈদিক মন্ত্রই একমাত্র ত্রিবর্ণের জাপ্য। যথা—"সর্বেষাং বা সাবিত্রীতি।"—কাত্যায়ন।

স্ববৃত্তি অবলম্বন

সুবর্ণবণিক্ জাতির বৈশ্যত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, কেবল আচার অবলম্বন করিলেই চলিবে না। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বন করিতেই হইবে। যে দিন বাঙ্গালার বৈশ্যগণ রাজা বল্লাল কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইয়া নিজ আচার ও বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, সেদিন বাঙ্গলার ভারি দুর্দ্দিন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালী "লক্ষ্মীছাড়া" হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য বিদেশীর হস্তগত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বৈশ্যাচার অবলম্বনের সহিত সুবর্ণবণিক্

জাতি ব্যবসা বাণিজ্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জাতীয় ধনবৃদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক বাঙ্গালার লুপ্ত ঐশ্বর্য্য ফিরাইয়া আনুন—বাণিজ্যলক্ষ্মী বাঙ্গালায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিতা হউন। আচারভ্রষ্ট হওয়াতেই সুবর্ণবণিক্‌গণ বৃত্তিভ্রষ্ট হইয়াছেন; বৈশ্যাচার অবলম্বনেই বৈশ্যবৃত্তি ফিরিয়া আসিবে।

পরিশিষ্ট (ক)

দশবিধ সংস্কারের কাল নির্ণয়

১। গর্ভাধান—গর্ভস্য স্পষ্টতাজ্ঞানে নিষেককর্ম্ম।—বিষ্ণু

২। পুংসবন—স্পন্দনাৎ পুরা পুংসবনম্।—ঐ

৩। সীমন্তোন্নয়ন—ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তোন্নয়নম্।—ঐ

৪। জাতকর্ম্ম—জাতে চ দারকে জাতকর্ম্ম।—ঐ

৫। নামকর্ম্ম—অশৌচব্যপগমে নামধেয়ম্। ঐ। নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।—মনু

৬। অন্নপ্রাশন—ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনম্।—বিষ্ণু

৭। চূড়াকরণ—তৃতীয়েঽব্দে চূড়াকরণম্।—বিষ্ণু। চূড়াকর্ম্ম কুলোচিতম্।—ব্যাস। (চূড়াকরণের সহিত কর্ণবেধ সংস্কার করিবে)।

৮। উপনয়ন—মুখ্যকল্প—গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ।—মনু

৯। সমাবর্ত্তন—"গ্রহণান্তিকমেব বা" (মনু) অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারের অব্যবহিত পরেই সমাবর্ত্তন হইতে পারিবে, যদি মানবক গুরুকুলে যথানিয়মে বাস না করে।

১০। বিবাহ—সমাবর্ত্তনের পর যে কোন সময়ে হইতে পারে।

পরিশিষ্ট (খ)

উপনয়নের জন্য দ্রব্যাদির ফর্দ্দ

১। প্রায়শ্চিত্তের জন্য—ধান, তিল, স্বর্ণ, গোমূল্য বাবদ নব কার্ষাপণ—অর্থাৎ আঢ্যপক্ষে ১৷০, অসমর্থ পক্ষে ৶০।

২। বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের জন্য—কলাপাতা, কলার পেটো, গঙ্গামৃত্তিকা, তিল, যব, হরিতকী, শ্বেতসর্ষপ, দধি, মধু, চিনি, আতপচাউল ✓২॥০, খুঁড়ের দাইল, বদরী, কাঁচকলা, কাঁটালীকলা, পান, সুপারী, পৈতা, গামছা ৩ খানা, বস্ত্র ২ খানা, গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা। ধূপ, দীপ, ফলমূলাদি, মিষ্টান্ন, বাতাসা, বসুধারা, জোর ৩টা, ধুতি ১, শাড়ী ১, ভোজ্য।

৩। আচার্য্যের বস্ত্র, নাপিতের বস্ত্র। বরণাদি।

৪। গব্যঘৃত ✓১৷০, পট্টবস্ত্র, বরণডালা।

৫। বালি, উলুখড়, কুশ, সমিধ, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ, স্রুক্, স্রুব, চমসপাত্র, প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, বহ্নিস্থাপনের জন্য কাংস্যপাত্র, চরুস্থালী, কাঁচাদুধ, চিনি, পূর্ণপাত্র।

বৈশ্যের উপবীত—মেষলোম নির্ম্মিত (অভাবে কার্পাস সূত্রের সহিত মেষলোম বাঁধিয়া দিবে)। লৌহক্ষুর, বৃষ গোময়, কুলা, ধুচুনী। টোপর, অন্নভোজনের থালা, গেলাস, অলঙ্কার। কুশাসন। কর্ণবেধের জন্য—গুঁজি।

দণ্ড—উডুম্বড় (যজ্ঞডুমুর) নাসা পর্য্যন্ত লম্বা।

অজিন—ছাগচর্ম্ম।

মৌঞ্জীমেখলা—শণময়ী, কিম্বা উর্ণময়ী।

ব্রহ্মচারীর বস্ত্র—হরিদ্রারঞ্জিত।

ভিক্ষার ঝুলির জন্য—গামছা।

ভিক্ষামন্ত্র—ভিক্ষাং দেহি ভবন্ (ভবতি)।

পরিশিষ্ট (গ)

বৈশ্য সন্ধ্যা

যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ

প্রথমে দুইবার আচমন করিয়া—

"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" এই মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করিবে।

অথ মার্জ্জনম্

নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে মস্তকে জল ক্ষেপণ করিবে।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥
ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তে হ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥
ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥
ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥

সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত ।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্ব মকল্পয়ৎ ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি প্রাতঃসন্ধ্যার সময় পাঠ করিবে।

ওঁ নত্বা তু পুণ্ডরীকাক্ষমুপাত্তাঘপ্রশান্তয়ে ।
ব্রহ্মবর্চ্চসকামার্থং প্রাতঃ সন্ধ্যামুপাস্মহে ॥ *

অথ প্রাণায়ামঃ

এই সমস্ত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে মস্তকে জলবেষ্টন করিবে।

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতি ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতীপংক্তিত্রিষ্টুব্ জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুসূর্য্যবরুণবৃহস্পতীন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

অনন্তর দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা ধারণপূর্ব্বক বাম নাসা দ্বারা পূরক অর্থাৎ বায়ু আকর্ষণ করতঃ—

নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্।

ব্রহ্মা আমার নাভিদেশে আছেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে—ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎ সবিতু-

---

* এই মন্ত্রটি সকল পদ্ধতিতে নাই।

র্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বরোম্—পাঠ করিবে।

তৎপরে দক্ষিণ নাসিকা পূর্ব্ববৎ চাপিয়া রাখিয়া, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা বাম নাসিকা চাপিয়া শ্বাসরোধরূপ কুম্ভক করতঃ—

হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্।

বিষ্ণু আমার হৃদয়ে আছেন, এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বরোম্—পাঠ করিবে।

তদনন্তর দক্ষিণ নাসিকা হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলী পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বায়ুত্যাগরূপ রেচক করতঃ—

ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্।

মহেশ্বর আমার ললাটে আছেন এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বরোম্—পাঠ করিবে।

অথাচমনম্

প্রাতরাচমন মন্ত্রঃ

দক্ষিণ করে জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

সূর্য্যশ্চমেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদ্রাত্র্যা পাপমকারিষম্ মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।

মধ্যাহ্নাচমন মন্ত্রঃ

দক্ষিণ করে জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আচমন করিবে।

আপঃ পুনন্তিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথিবি পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাম্। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।

সায়মাচমন মন্ত্রঃ

দক্ষিণ করে জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে।

অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদহ্না পাপমকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃত যোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥

পুনর্মার্জ্জনম্

জলে গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিনবার মস্তকে জল প্রক্ষেপ করিবে।

আপো হি ষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধু দ্বীপ ঋষির্গায়ত্রীছন্দ আপোদেবতা আপোমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ

নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥

অঘমর্ষণম্

অনন্তর এক গণ্ডূষ জল নাসিকাগ্রে স্পর্শ করাইয়া—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি মন্ত্রস্য অঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নিশ্বাস দ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ ভস্মীভূত পাপসমূহ নির্গত হইয়া জলগণ্ডূষে মিলিত হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিয়া উক্ত জল বামপার্শ্বে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। তিনবার অথবা একবার এইরূপ করিয়া, হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিবে।

অনন্তর প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে তিনবার গায়ত্রী পাঠ করিয়া জলদ্বারা তিনবার সূর্য্যকে জলাঞ্জলি দান করিবে। মধ্যাহ্নে একবার দিবে।

গায়ত্রী

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

অথ সূর্য্যোপস্থানম্

পাদাগ্রে ভার স্থাপনপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া বা বসিয়া, প্রাতঃকালে সূর্য্যাভিমুখে থাকিয়া, মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধে বাহু রাখিয়া এবং সায়ংকালে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কন্নঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥

চিত্রমিত্যস্য কৌৎস ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥

তচ্চক্ষুরিত্যস্য দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা পুরউষ্ণিকছন্দো মহাবীরাদ্যন্তয়োঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতং নদীনাঃ স্যামঃ শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতং ॥

উদ্বয়মিত্যস্য প্রস্কন্বঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সৌত্রামণ্যা-মবভৃথে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্বয়ং তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্। দেবং দেবত্রাঃ সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমং ॥

সূর্য্য ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বয়ম্ভুরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মির্ব্বর্চ্চোদা অসি বর্চ্চো মে দেহি। সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তে হিরণ্য-স্তুপাঙ্গিরা ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ন্দেবানামনাধৃষ্টং দেব যজনমসি ॥

পরে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র পাঠ করিবে।

আয়াহীত্যস্য বিশ্বামিত্র ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোহস্তু তে॥

তৎপরে অন্ততঃ ১০ বার গায়ত্রী জপ করিয়া জপ সমর্পণ ও প্রণাম করিবে।

ব্রহ্ম যজ্ঞ

ইহা জপের পর চতুর্ব্বেদের চারিটী মন্ত্র পাঠ করা উচিত; তাহাতেই বেদপাঠের ফল হয়।

ঋক্—ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্।

যজু—ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বস্থ দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।

সাম—ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নি হোতা সৎসি বর্হিষি।

অথর্ব্ব—ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ।

বৈদিকী গায়ত্রী, সন্ধ্যা ও উপরোক্ত বেদমন্ত্র পাঠের পর যাঁহাদের গুরুকরণ হইয়াছে তাঁহারা গুরুমন্ত্র জপ ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবেন। প্রত্যহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি পাঠ করা বিধেয়।

পরিশিষ্ট (ঘ)

উপবীত গ্রন্থি দিবার মন্ত্র

যজুর্ব্বেদীয় যজ্ঞসূত্র নাভি পর্য্যন্ত হইবে।

যজ্ঞসূত্র তিনদণ্ডী হইবে। এক এক দণ্ডীতে তিন থাই সূতা থাকিবে।

মন্ত্র—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ শ্রী অমুকদেবভূতিঃ যজ্ঞোপবীতার্থং যজ্ঞসূত্র-গ্রন্থিমহং করিষ্যে। এই বলিয়া গ্রন্থি দিয়া গায়ত্রী পড়িবে। তৎপরে—এতৎ যজ্ঞোপবীতার্থং যজ্ঞসূত্রং ওঁ বিষ্ণবে অর্পিতমস্তু। বলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া যজুর্ব্বেদী বৈশ্যগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন—

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং
বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্রং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং
যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥

পরিশিষ্ট (ঙ)

অধিকার

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য, বেদাদেশ প্রতিপালন, আতিথ্য ও বৈশ্বদেব—এইগুলি ইষ্ট বলিয়া কথিত। বাপী, কূপ, তড়াগ, উৎসর্গ, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, অন্নদান, উপবন নির্ম্মাণ,—এইগুলি পূর্ত্তকার্য্য। ইষ্ট ও

পূর্ত্তকার্য্য সমূহে বৈশ্য সুবর্ণবণিকের ব্রাহ্মণাদির ন্যায় অধিকার আছে। অত্রিঃ ৪৬।১ অঃ।

কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও কুসীদ বৈশ্যের বৃত্তি ও জীবিকা এবং দান, অধ্যয়ন ও যজন এই তিনটি বৈশ্যের পক্ষে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম।

পরিশিষ্ট (চ)

বিশেষ বিধি

১। সুবর্ণবণিক্‌গণ আচমনকালে দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণের ন্যায় করিয়া মাষকলাই মাত্র ডুবিতে পারে এই পরিমাণ জল তালু পর্য্যন্ত যাহাতে যায় এইরূপ ভাবে তিনবার পান করিবে।

"বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিশ্চ"—মনু॥

২। যজুর্ব্বেদী মতে তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিবে।

৩। যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবে।

৪। প্রতিদিন তিনবার গায়ত্রী জপ ও সন্ধ্যা উপাসনা করিবে।

৫। বেদ অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ করিবে না।

৬। অখাদ্য ভোজন, অবিক্রেয় বিক্রয়, মিথ্যাভাষণ ও মিথ্যাচরণ, দেব বা ব্রাহ্মণের নিন্দা ও দূষণীয় কার্য্য করিবে না।

৭। ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিবে।

৮। বিবাহে সগোত্র এবং সপিণ্ড বর্জ্জন করিবে।

৯। শুক্র বিক্রয় করিবে না। অর্থাৎ পুত্র বিবাহে কন্যাপক্ষের নিকট হইতে পণ লইবে না।

১০। আহারকালে গণ্ডূষ করিবে ও পঞ্চ প্রাণের আহুতি দিবে। যথা—প্রাণায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা।

১১। বৈশ্যগণ অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় তিলক করিবে।

১২। মন্ত্রোচ্চারণ কালে নিজ নাম উল্লেখের পর "দাস" শব্দ পরিহার করিয়া "ভূতি" "গুপ্ত" বা "দেববণিক্" শব্দ প্রয়োগ করিবে।

১৩। পূজা, ব্রত, উপবাসাদির অনুষ্ঠান করিবে।

১৪। সকল কার্য্যে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ মান্য করিবে।

১৫। সর্ব্বদা দেশের ও দশের উপকার করিবে ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবে।

১৬। বৈশ্যের পক্ষে দৌহিত্রকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, সুতরাং উক্ত প্রথা অবশ্য বর্জ্জন করিবে।

পরিশিষ্ট (ছ)

সাবিত্রী দীক্ষার স্থান ও কাল নির্ণয়

গোশালা, দেবালয়, গুরুগৃহ, পুণ্যতীর্থ, নদীতীর ও নারায়ণ ক্ষেত্র—এই সকল স্থানে দীক্ষা হইবে।

ব্রাহ্মণের পক্ষে কাল, তিথি, নক্ষত্র, বার প্রভৃতি বিচার করিয়া উপনয়নের কাল নির্দ্দেশ করিতে হয়। পঞ্জিকায় যে উপনয়নের দিন দেওয়া থাকে, সেদিন ভিন্ন ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইবে না। অকালে, হরিশয়ন ও দক্ষিণায়নে ব্রাহ্মণের পক্ষে উপনয়ন নিষিদ্ধ, কিন্তু বৈশ্যের

পক্ষে নহে। বৈশ্যগণের বেদাধিপ চন্দ্র, সুতরাং বৈশ্যের দীক্ষার দিনে চন্দ্রশুদ্ধি বিচার করিতে হইবে। পঞ্জিকায় দীক্ষার দিন নির্দ্দিষ্ট আছে। ইতি ৭ই আশ্বিন সন ১৩৩৫ সাল।

স্বাক্ষর—

শ্রীগোকুলচাঁদ বড়াল
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
শ্রীহরিদাস নন্দী
শ্রীশ্যামলাল শীল
শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত
শ্রীনৃসিংহপদ দত্ত
সব-কমিটির সম্পাদক
১৮-১০-২৮